প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

রাবণ বধ

নাটক।

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৬৭ নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্—কর-প্রেসে,

শ্রীঅধরনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৮ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ

আপ্‌তাপ চাঁদ বাহাদুর

দীনজন-প্রতিপালকেষু।

ধরণীনাথ!

যত্নরোপিত বৃক্ষের প্রথম ফল স্বভাবতঃ যেরূপই হউক, কিন্তু রোপকের পক্ষে তাহা মধুময় বলিয়াই বোধ হয়, এবং সেই জন্যই তাহা প্রথমে অভীষ্ট দেবতা-সমীপে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে। আমার মানস-পাদপের এই প্রথম ফলটী স্বভাবতঃ কিরূপ তাহা আমি বলিতে পারি না; কিন্তু আমার যত্নের প্রথম পুরস্কার,—সেই জন্যই আমার পক্ষে অমৃতময় বলিয়া বোধ হওয়াতে হৃদয়ের ঐকান্তিক ভক্তি-সহকারে, জীবনতোষিণী আশার মোহনমন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া আপনার দেবোপম করকমলে উৎসর্গ করিলাম। রাজন্! সুধীগণ যে বলিয়া থাকেন "পদংহি সর্ব্বত্র গুণৈর্নিধীয়তে" তাহা আপনাতে সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অদ্যতন বঙ্গ-রাজ্যের আপনিই একমাত্র হিন্দুরাজগৌরব—বিষাদ তমসাচ্ছন্ন বিশাল বঙ্গভূমির একমাত্র ভাস্বর আশা-প্রদীপ;—আপনার [illegible]লিক শুভ-অভিষেকোপলক্ষে অনেকে অনেক মহার্হ রত্ন-

রাজি লইয়া নবমহারাজকে উপহার প্রদান করিল; কিন্তু আমি দীন ব্রাহ্মণ—রত্নমূল্য মণিমাণিক্য কোথায় পাইব?—আমার এই সামান্য কাব্যহারটী বিবিধ ছন্দে অনুস্যূত করিয়া আপনার গ্রহণোপযোগী হইবে কিনা তদ্বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে বিষম সন্দিহান হইয়াছিলাম; কিন্তু সেই শুভপর্ব্বোপলক্ষে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির অভিনেতৃগণ মহারাজ সমীপে ইহার প্রথম অভিনয়-সম্পাদনে মহারাজের চিত্তবিনোদন করিতে কৃতকার্য্য হওয়াতে এই আশায় প্রোৎসাহিত হইয়াছি বলিয়াই আপনার করে ইহা অর্পণ করিতে সাহসী হইলাম। ইহাতে এমন কোন গুণ নাই, যাহাতে ভবাদৃশ সুরুচি-সম্পন্ন গুণী মহোদয়ের উন্নত হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে পারে; তবে মলয়-গিরি-সন্নিহিত সামান্য বনপাদপ ও যেমন সুসার চন্দনবৃক্ষে পরিণত হয়—স্পর্শমণিস্পর্শে অসার অয়োপিণ্ডও যেমন শোভনীয় সুবর্ণের বেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং হেমবিজড়িত তুচ্ছ কাচ ও যেরূপ মরকত শোভায় শোভমান হয়, আমার এই "রাবণ-বধ" গ্রন্থখানি ও সেইরূপ মহারাজের অসামান্য মহনীয় নামে উৎসর্গীকৃত হওয়াতে আপনার সর্ব্বশুচিকর করস্পর্শে উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিয়া সাধারণ জনগণের আদরণীয় হইবে।

কলিকাতা।
২০ শে মাঘ। ১২৮৮

ভবদেকান্ত বশম্বদ
শ্রীবিহারীলাল শর্ম্মা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৮	কনকপুরি	কনকপুরী
২	৬	ধমনিতে	ধমনীতে
,,	১৮	পুরি	পুরী
,,	২২	নির্ব্বান	নির্ব্বাণ
৩	১১	তাকাতি	তার গতি
৪	১১	কৌনব	কোণপ
৫	২	ঘেরে নামিতে	ঘেরে নাশিতে
৬	৩	মরণ বরং	বরঞ্চ মরণ
১২	২	জাঠারাঘাত	জাঠার ঘাত
,,	২৩	করচ ন্দ্রচূড়	কর চন্দ্রচূড়
১৩	১	নাশেন পক্য	নাশে নশক্য
১৮	১২	বৃন্থা	বৃথা
২০	৭	জাম্বুবান	জাম্ববান
,,	১৮	সলে	সবে
,,	২৪	হুহুকার	হুহুঙ্কার
২১	২	প্রভু ?	প্রভু,
,,	,,	বল্	বল
,,	৮	কড়মরি	কড়মড়ি
২২	৯	শঙ্কটেতে	সঙ্কটেতে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪	২৩	আরভ	আরম্ভ
২৬	১১	শচিব	শচীব
,,	,,	বজ্রপানি	বজ্রপাণি
,,	২৩	বিক্রমকেশবী	বিক্রমকেশরী
৩০	৬	আস্তর	বিস্তার
১৪	৪	কালঙ্গিনী	কাঙ্গালিনি !
৩৫	৯	বারিন্দ্র	বারীন্দ্র
৩৬	৫	হৃদর	হৃদয়
৪৪	৬	সগোষ্ঠিরসনে—	
,,	১১	দালিম	দাড়িম
৬০	১৩	মনি	মণি
৬৩	১৮	শূনপানী	শূলপাণী
৬৪	১১	আছে	আছেরে
৮৮	৩	জাম্বুবান	জাম্ববান
,,	১৯	ঐ	ঐ
৯৬	১৪	পরিত	পারিত
,,	১৭	বিষয়	বিষম
১০১	১৮	পাতকি	পাতকী
,,	১৯	জাম্বুবান	জাম্ববান

মম ভাগ্যদোষে, নাথ, হল কি এমতি ? হীন সহবাসে বুঝি হ'ল হীন মতি ?

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।
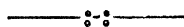
পুরুষগণ।	স্ত্রীগণ।
রাম	মন্দোদরী
লক্ষ্মণ	সখীগণ
বিভীষণ	দুর্গা
সুগ্রীব	যোগিনীগণ
অঙ্গদ	সীতা
হনুমান	স্বর্ণলঙ্কা
সুষেণ	
জাম্বুবান	
নল	
নীল	
পর্ব্বত মুনি	
নারদ	
মাতলি	
রাবণ	
সারণ	
সৈন্যগণ	
সভাসদ্গণ	
দূত	

রাবণ বধ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রাঙ্গন।

(রাবণ ও সসজ্জিত সেনাগণ দণ্ডায়মান।)

রাবণ। সাজ রণ-সাজে, ওরে রক্ষঃসেনা,
বিপক্ষে দেখাতে এবে বীরপনা;
চির রণজয়ী তোমরা সকলে,
বিধি বিড়ম্বনে নরে অবহেলে!
তড়িত গতিতে ধাওরে নিশিতে,
অরাতি নিশূন অরাতি নাশিতে!
দেবেন্দ্র সেবিত এ কনক-পুরি,
বীর-প্রসূ বলি পরিচিত মরি;
হৃদয় উপরে সযতন করে,
অম্বুনাথ এরে ধারণ করে রে;—

আজি অনাথিনী বীরেন্দ্র জননী,
কাঁদিছে নীরবে যেন পাগলিনী,
এ দশায় হায় হেরি জননীরে,
বীর-হিয়া কভু থাকে শান্ত কিরে?
মৃদু ভাবে আর রুধিরের ধার,
ধমনিতে কেন করিবে সঞ্চার;
কণ্টক ফুটিলে চরণের তলে,
অবশ্য সকলে উপাড়িয়া ফেলে;
দীপ্ত শির যার, কভু কি, সে আর,
নিশ্চিন্তে ঘুমায় গৃহে আপনার?
শূলী শম্ভু সম কুম্ভকর্ণ বীর,
বাসব-বিজয়ী মেঘনাদ ধীর,
দেব-দৈত্য-ত্রাস বীরবাহু বলী,
অতিকায় আদি সমর-কুশলী;
সমর-সাগরে ঊর্ম্মি-মালা পরে,
সাধের তরণী সদা ভাসিত রে;—
ধুম্রাক্ষ ভস্মাক্ষ বিদ্যু-জ্জিহ্বা করি,
অগণ্য বীরেন্দ্রে পূর্ণ ছিল পুরি;
ত্রিভুবন জয়ী এক এক বীর,
দেব দৈত্য নাগ রণে নহে স্থির।
কালানল শিখা রাঘবের বাণ,
দীপ্ত কুল মোর করেছে নির্ব্বান।
আর বীর নাই বীর ধাত্রী কোলে,
নররূপে কাল সংহারে সকলে।

রাবণ বধ।

কেশরি-বিবরে পশি' ফেরুপাল,
ছিছি কি লজ্জা রে বাঁড়ালে জঞ্জাল।
বৃদ্ধ যুবা শিশু যে যথায় আছে,
বীর-বেশে ত্বরা আয় মোর কাছে;
থাকেরে বাসনা কর্ব্বূর-কাহিনী,
হেরিবি স্বচক্ষে অদ্ভুত কাহিনী!
ধেয়ে ত্বরা আয় মোর সঙ্গে তবে,
পুড়াইব বিশ্ব আজি মহাহবে!
অভ্রভেদী মেরু-শৃঙ্গ বিদারিয়া,
কাল স্রোতস্বতী যায় বাহিরিয়া!
কার সাধ্য এবে রোধে তারগতি?
প্রলয় সলিলে ডুবাইব ক্ষিতি!
গগণ ছাইব চোখা শর-জালে,
বিপক্ষে পাঠাব আজি রসাতলে।
তৃণ হেন গণি নর বানরেরে,
খাক্ হয়ে যাবে মোর খর শরে;
কর্ব্বূরের যশঃ জ্বলন্ত অক্ষরে,
ভাতিবে জগতে চিরকাল তরে!
দ্রুত-পদে চল উল্কা-পিণ্ড ধরি,'
হল্লা দিয়ে জোরে অরি মাঝে পড়ি!
ব্যাপ্ত রাম নাম লুপ্ত হবে আজ্,
সংসারে ঘোষিবে রাবণের কাজ!

(রাবণ গমনোদ্যত, মন্দোদরীর প্রবেশ।)

মন্দোদরী। গীত

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

যেওনা যেওনা রণে, কর্ব্বুর-কুল-জীবন।
অমঙ্গল হেরি নানা তাই করি নিবারণ।
নীরস তরুর শাখে, বায়স ডাকি'ছে সখে,
দিবসে রোদন করে, ওই শুন শিবাগণ।

নিতান্ত যাইবে যদি ত্যজি অভাগীরে,
হে রক্ষঃকুল-পাবন! দাঁড়াও ক্ষণেক
তরে; ও শ্রীপদে আছে নিবেদন মম।
কৌনবকুলতিলক! বীরেন্দ্র-কেশরি!
নিজ ভুজ-বলে প্রভু ভুবন-বিজয়ী।
তব ভয়ে কম্পমান শচীকান্ত বলী,
অগ্নি বায়ু যম সেবে তোমা অহরহ,
কিন্নর অপ্সর যক্ষ প্রমথ পিশাচ,
গন্ধর্ব্ব দানব নর পাতালে নাগেন্দ্র,
সসব্যস্ত নাম শুনে, না আঁটে বিগ্রহে।
বুদ্ধে বৃহস্পতি, নাথ! বিজ্ঞতম তুমি,
হীন বুদ্ধি নারী আমি, কি বুঝাব তোমা?
ক্ষমা কর, প্রাণনাথ! শুন একবার,
পরিহার কোরো নাক অবলা বলিয়া।

রাবণ বধ।

ছন্নমতি হয় লোক আসন্ন কালেতে,
কু-বুদ্ধি আসিয়া ঘেরেনাশিতে তাহারে ;
সে সময়ে উচিত হে মন্ত্রণা শুনিতে।
বাহু-বলে কত কাল এই লঙ্কাপুরে
বসি ; শাসি'ছ সকলে প্রচণ্ড প্রতাপে,
দণ্ডধর যম যথা মার্ত্তণ্ড-আত্মজ।
কিন্তু বল দেখি, দেব ! কোন কালে কবে
বানরে লঙ্ঘেছে, হায়, অতল সাগর ?
জলধি পরিধি রূপে বেষ্টি' তব পুর,
কে চূর্ণিলা রত্নাকরে শৃঙ্খলিয়া পায় ?
আয়ু-শেষে কাল-বশে মরে মর্ত্ত্যগণ,
কে শুনেছে হেন কথা মরি' পুনঃ বাঁচে ?
সকলি সে অপরূপ হেরি শ্রীরামের,
পাষাণী মানুষী হয় পরশি'চরণ।
সামান্য মানব নয় রাঘবেন্দ্র বীর,
ক্ষান্ত দাও, প্রাণকান্ত, যুদ্ধে কাজ নাই,
মিলাও মৈথিলী সনে মৈথিলী-রঞ্জন।

রাবণ। জনক-নন্দিনী সীতা সতী পতিব্রতা,
রামে ফিরে দিলে মিটে সকল জঞ্জাল ;
কিন্তু বল, সুবদনি ! শুনিবে হে যবে
পাপ বিভীষণ, হায়, এ দারুণ কথা,
হাসিবে পামর,—মোরে না সবে তা দেবি।
কি কবে মেঘবাহন এ বারতা শুনি,
হার্ মেনে দশানন সীতা ফিরে দিল !

ছোট হয়ে খোঁটা দেবে না সবে পরাণে।
চাহিনা রাখিতে প্রাণ খোয়াইয়া মান,
মরণ বরং শ্রেয়ঃ বীরোচিত কাজে;
শরণ নাহিক লব শত্রুর নিকটে,
ধীরে ধীরে ফিরে যাও, দানব-নন্দিনি!
জনক-নন্দিনী সীতা ছাড়িতে না পারি,
সংগ্রামে পড়ি বা মারি যা থাকে কপালে,
দেখিব তাপস রাম কত বল ধরে।

(রাবণ ও সৈন্যগণের প্রস্থান।)

মন্দোদরী। গীত

পাহাড়িয়া—আড়াঠেকা।

কি লিখিলে মমভালে হে দারুণ বিধি।
ভাবিয়া আকুল প্রাণ কাঁদি নিরবধি।
সাধিলাম প্রাণপনে, ফিরাইতে প্রাণধনে,
নিদারুণ অভিমানে, রণে গেলা রক্ষঃনিধি।
রাবণের পাটরাণী, ময়দানব-নন্দিনী,
হয়ে সবার বন্দিনী, হব কিগো পরাধিনী।
পুত্র শোকে জ্বর জ্বর, হৃদয় হলো ঝাঁঝর,
ভাঙ্গিল এবে পঞ্জর, কালে হরে লয় নিধি।

সখীগণ। গীত।

বেহাগ-খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কেঁদনা-কেঁদনা আর রাজরাজেশ্বরি!
পঙ্কজ—নয়নে বার নয়নের বারি।
হেরি তব সুধামুখ, পাসরি সকল দুঃখ,
এবে উথলিছে শোক, ধৈরয ধরিতে নারি।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—oo—

সিন্ধুতীরস্থ শ্রেণীবদ্ধ শিবির।

(কপি সৈন্যগণ দণ্ডায়মান।)

হনু। সংহার-মূরতি ধরি' যেন মহাকাল
প্রবেশে সমরাঙ্গণে দুর্ম্মদ রাবণ!
রক্ষঃচমূ-পদধূলি ঘন ঘনাকারে
উড়িছে হের গগণে ঢাকি রবি-ছবি!
চমকিছে চকমকে বিদ্যু-ঝ্যালা-সম
কর্ব্বুরের অস্ত্র প্রভা উজলি' অম্বর;
কাঁপি'ছে বসুধা ঘন বীর পদভরে;
অষ্টবজ্র খসি পড়ে হুহুঙ্কার রবে!

আচম্বিতে কালানল বেড়িল চৌদিকে !—
না দেখি নিস্তার আর, আজিকার রণে।
উচ্চ-শির অগ্নি-গিরি, যবে ভয়ঙ্কর
উগরে অনল-রাশি ভীষণ গর্জ্জনে,
বিষম দহনে দহে রাজ্য দেশ যত,
দ্রবময়ী কালানল উজ্জ্বল দ্রাবক
সহ ছুটে দ্রুতগতি বেড়িয়া চৌদিক
কৃতান্তের দূতীসম নাশি প্রাণীপুঞ্জে।
সেই মত পশি'রণে নিকষা-নন্দন,
অস্ত্রানলে দগ্ধ করে কটক-মণ্ডল।
দেবেন্দ্র নগেন্দ্র করি সুরেন্দ্র অঙ্গদ
পড়িল মূর্চ্ছিত হয়ে দারুণ প্রহারে ;
পলাইছে শাখামৃগ তাই পালে পালে।
নল, নীল, গয় বীর, গবাক্ষ, সুষেণ,
মহেন্দ্র, উপেন্দ্র আদি যত কপিগণ,
ভাঙ্গিয়া গিরীশ-শৃঙ্গ অতুল বিক্রমে
আক্রম হে ভীম-তেজে দুর্জ্জয় রাক্ষসে ;
দ্রুত চল সবে মিলি মারি নিশাচরে,
কাঁপাই গগণ আজ, জয় রাম নাদে!

সকলে। জয় জয় সীতারাম! জয় জয় রাম!

(রাবণ ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

রাবণ। অবসাদ ত্যজি আজি মাররে বানরে,
বাহুড়িতে নারে যেন কিষ্কিন্ধ্যা নগরে!

হনু। রে নির্লজ্জ নিশাচর, যুঝ রাখি ধনুঃশর,
বাহুবলে বল যায় জানা,
কত শক্তি ধর পাপি, লহত পাহাড় লোফি
তবে তোর জানি বীরপনা।

রাবণ। অঞ্জনানন্দন হনু! একা শমনে দমিনু,
ডরিব কি তোরে রে বর্ব্বর?
দে বলী পাহাড় ফেলি, অঙ্গুলিতে রাখি ঠেলি,
চূর করি বীরদর্প তোর।

(নিজ সৈন্যগণের প্রতি।)

পাখাড় পাছু না ছাড়, পাছাড়ি আছাড় মার,
দড়ে ধর, রড়ে ধায় সবে।
বল হর হর স্বর, মার খরতর শর,
হুড়া হুড়ি না বাহুড়ে এবে।

(হর হর শব্দে রাক্ষসগণ ধাবমান; বানরদিগের ইতস্ততঃ পলায়ন।)

রাবণ। ছাড়রে ফেরুর পালে. পলাইল পালে পালে,
জঞ্জাল মিটিল এত কালে।
এবে চল দ্রুতগতি, রাঘবেন্দ্র যথা স্থিতি,
করিব রে প্রলয় অকালে।

হনু। (নিজ সৈন্যগণের প্রতি।)
সম্মুখ সমর ত্যজি' কাপুরুষ সম
বেগে পলাইছ কোথা দাক্ষিণাত্যগণ?

ভেবেছ কি মনে এবে এড়ালে শমনে—
জনমের তরে হায় ভঙ্গ দিয়া রণে?
কে দিলে হে এ দুর্ম্মতি নাশিতে পৌরুষ?
চির তরে এই ভবে কেহ নাহি জীবে,
কেন তবে মাখ সবে কলঙ্ক-কজ্জ্বল?
যদবধি না আসেন রবিকুলরবি,
উৎসাহে যুঝহ সবে নিশাচর সনে;
হের হে বীরেন্দ্রগণ! ক্ষত বক্ষঃস্থল
মম ভীম প্রহরণে, অক্ষম যুঝিতে;
পলায়ে কলঙ্ক তবু রাখিব না ভবে,
পরিব যশঃ-কিরীট্ ত্যজি প্রাণ রণে।

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম। নিবার সমর শান্তি, পাবনি, এখন,
বধিয়া লঙ্কেশে করি মানস পূরণ।

(রাবণের প্রতি।)

তিষ্ঠ, রে পাপিষ্ঠ দুষ্ট রক্ষঃ কুলাঙ্গার,
এক পদ নাহি আর হও অগ্রেসর!
পশু বধি সাহস বেড়েছে তোর হৃদে,
এখনি আমার ঠাঁই হইবি রে সিদে।
দেবে দমি' বীর দাপে গোঁয়াইলি কাল,
মোর হাতে আজ তোর ঘুনাইল কাল।
গর্ব্বিত কর্ব্বূর-কুল সবে গেছে মারা,
আয় রে তোরে রে বধি, পরনারী-চোরা।

(রামের অস্ত্র পরিত্যাগ।)

রাবণ। (অস্ত্র নিবারণ পূর্ব্বক।)

রে মূঢ় মানব, তোর যে বংশনিদান,
কৃতান্ত যার আত্মজ ধ্বান্ত-অরি নাম,
দমিনু তাহারে আমি সহ দেবগণ,
বিজয়ী রথেতে চড়ি একা বাহু-বলে।
কি সাহসে বনবাসি, আলি একা তুই,
যুঝিতে কৃতান্ত সনে নির্লজ্জ পামর ?
পশুপাল লয়ে তুই সামান্য রাখাল,
তুচ্ছ বোধে এতকাল তাই ছাড়ি দিনু,
নিস্তার নাহিক রণে রক্ষেন্দ্র রুষিলে !

রামচন্দ্র। (নিবারণ করিয়া।)

নিবারিনু তোর শর সামাল চণ্ডাল !

(শর নিক্ষেপ।)

রাবণ। (নিবারণ করিয়া।)

রে পাষণ্ড ! ষণ্ড গণ্ড ভণ্ড জানি তোরে,
খেদাইলা দশরথ রাজ-দণ্ড দিয়ে ;
কি সাহসে রে পামর পঞ্চবটী বনে,
ভণ্ড তপস্বীর বেশে নারী সহ ছিলি ?
পুরুষ না তুই রাম ? ছি ছি কি লজ্জারে,
কোলে হতে নারী নিনু নারিলি রাখিতে ?
কোন্ বলে হর-ধনু ভেঙ্গে ছিলি তুই,
ভাবিয়ে আকুল তাই ; ক্ষণেক দাঁড়ারে !

গর্ব্বে, দুষ্ট, পশিয়াছ সিংহের বিবরে,
নিবার জাঠারাঘাত শক্তি যদি থাকে।

(রাবণের জাঠা নিক্ষেপ, রামের নিবারণ
চেষ্টা ও বিফল যত্ন।)

মাতলী। (নেপথ্যে।)
মিছে কাল-ব্যাজ কর, শুন ওহে রঘুবর,
দেবেন্দ্রের শক্তি ধর, ঝাটু কাট জাঠা গোঠা আগে।

রামচন্দ্র। (শক্তি নিক্ষেপ ও জাঠা নিবারণ।)

রাবণ। (নেপথ্যে চাহিয়া।)
ওরে রে পামর, দেবেন্দ্র-কিঙ্কর,
এত অহঙ্কার, মোরে নাহি ডর
এখনি মাতলি, কাটিপাড়ি খুলি।
জানি চিরকাল, যেই রে সবল ;
তারে অনুবল, হয় দেব বল ;
বাঁচি যদি রণে, বুঝিব সকলি।

রামচন্দ্র। আশা-মায়াবিনী-বশে দেখিছ স্বপন
আজ, রাজা লঙ্কেশ্বর ! তাই এ প্রলাপ
বাক্যে ভৎর্সিছ অমরে। বাসনা করেছ
মনে, বাঁচিবে এ রণে ? ছাড় এ আশা !

(রামের ব্রহ্ম অস্ত্র ত্যাগ ও রাবণের
চণ্ডিকা স্তব।)

রাবণ। রক্ষ রক্ষ মোক্ষদাত্রী, বিরূপাক্ষ গেহিনী।
কিঙ্করে করুণাকরচ রুদ্রচূড়-মোহিনী।

বিপক্ষ নাশেনশক্য, দক্ষরাজনন্দিনি।
ছিন্ন মা অরাতি-মুণ্ড, মুণ্ডমালা ধারিণি।
চণ্ড-মুণ্ড-খণ্ডকারি, দৈত্য-হারি চণ্ডিকে।
নিহন্তু বিপক্ষ পক্ষ, ছিন্ন-মস্ত-ধারিকে।

[সদলে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তির আবির্ভাব।]

উগ্রচণ্ডা। মাভৈঃ, মাভৈঃ, দশস্কন্ধ কৈ,
উরিনুরে এই, সসাজে রণে ;
কৃপাণ ধরিব, তোর অগ্রে ধাব,
সমরে শাসিব, অরাতিগণে।

রাবণ। (ভগবতীকে দেখিয়া।)
আলি কি গো, দাক্ষায়ণি! রক্ষিতে রাক্ষসে
এতক্ষণে? এত দিনে মনে কি পড়েছে
তোর অকৃতি সন্তান বলে, জগদম্বে?
যে অবধি রক্ষাকালি! পাষাণ-তনয়া!
ছাড়ি এ কনক-পুরী ঈশানের পাশে
বিনা দোষে গেলি চলি, হায় মা কত যে
সহিনু যাতনা আমি, আয় মা নিবেদি
পদাম্বুজে জগতজননি! সদানন্দ
দাস, ছিনু সদানন্দে ; সর্ব্বদা ভাসিত
লঙ্কা আনন্দ-হিল্লোলে, প্রফুল্ল কমল
সরসি-সলিলে যথা শরদের কালে।
দুরন্ত হেমন্ত নাশে কৃতান্ত বিক্রমে
হায় গো নির্দ্দয়ে যথা শিরীষ কুসুমে,

কিম্বা সরোজের দলে বরষি' শিশির ;
তেমতি করিছে দশা দশরথাত্মজ
বরষি দারুণ শর ; ছিন্ন ভিন্ন সব,—
বীর-প্রসূ লঙ্কাপুরী বীর-শূন্য এবে।
নীরব আনন্দারাব নিরানন্দ নীরে।
বিদরে হৃদয় মোর স্মরিলে সে কথা
শুভঙ্করি ; ক্ষমা কর, না সরে বচন।
(প্রণাম।)

যোগিণীগণ। গীত।

জংলা—ঝাঁপতাল।

উরিল উরিল সর্ব্বমঙ্গলারে মঙ্গলা।
এ রণে রে রক্ষঃপতি হবে তোর মঙ্গল রে মঙ্গল
নাশ শঙ্কা, জয়ডঙ্কা, বাজাও রে সঘনে,
মারিয়ে নিপাতি মোরা ত্বরা এ অরাতিগণে.
নাচ্ নাচ্ নাচ রে ভৈরবী
নাচ্ রুদ্রতালে সবলে,
পিও পিও রুধির রে নাশি এই সকলে।
ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্ সুধা, বাড়াই ক্ষুধা,
পূরি অরি কবলে,
পুড়াই ভুবন আজ্ উগারি রে অনলে।
(প্রস্থান।)

[যুদ্ধ করিতে করিতে রামের
সসৈন্যে নিষ্ক্রমণ।]

রাবণ। (সৈন্যগণের প্রতি।)

চট্ করি ছোট, আশু বাড়ি হাঁট,
কভু নাহি হট, কটক্-দল।
ধরি এই বাট্, মারি মাল্‌সাঁট্,
কাট চোট্‌পাট্, রামের বল্।

[সসৈন্যে প্রস্থান।]

(সসৈন্যে রামের পুনঃ প্রবেশ।)

রামচন্দ্র। কি হল কি হল, এবে কেবা এল,
পরাণ আকুল, হেরে এ রমণী।
করে মহামার, না দেখি নিস্তার,
বুঝি দুর্নিবার, দনুজদলনী।
দন্তে আসিছে রে কাল-কাদম্বিনী,
থর থর থরে কাঁপিছে মেদিনী;
হুহুঙ্কার ধ্বনি দামিছে দামিনী,
বিজলী খেলিছে অসির চালনি;
এবে ধনুর্ব্বাণ নহে সু-বিধান,
(সকলের অস্ত্রত্যাগ।)
দেরে জবা তুলি বীর হনুমান;
পূজিব যতনে, ও রাঙ্গা চরণে,
হৃদয় দিতেছে এইত বিধান।

[প্রস্থান।]

(যোগিণীগণের পুনঃ প্রবেশ।)

যোগিণীগণ। গীত।

কে দিল মায়ের পায়ে শতদল।
নিভাইল কেরে সমর অনল।
একি হেরি আচম্বিত, ভক্তিতে রিপু পূরিত,
শ্যামা মাও পুলকিত,
তবে কারে দলি বল।

উমা। গীত।

না দল না দল এ দলে।
বীভৎস দেখায়ে নিবার বলে।
[প্রস্থান।]

(সসৈন্যে রামের পুনঃ প্রবেশ।)

রামচন্দ্র। (নেপথ্যের দিকে দেখাইয়া।)
একি মূর্ত্তি আজ, রণভূমি মাঝ,
বিবাদে না কাজ, ছাড় রণ-সাজ ;
সুগ্রিব অঙ্গদ, ভেষজ সুষেণ,
শচীব-প্রধান, ডাক জাম্বুবান ;
অরক্ত পূর্ণিত এ কণকপুরে,
স্বপক্ষ হইয়ে, সদা রক্ষে যে রে।

রে তোরা যা ত্বরা, মরুত বাহনে,
শীঘ্র ডেকে আন্, মিত্র বিভীষণে।
শক্তির প্রসাদে সশক্ত রাবণ,
আমরা অশক্ত করিতে যে রণ।
ছাড় করালীরে, ছাড় রণভূমি,
বড় শঙ্কা করি শঙ্করটারে আমি।
এস যুক্তি করি সকলে এখন,
কেমনে বধিব নিকষা-নন্দন।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামচন্দ্রের শিবির।

(রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি আসীন, হনুমান দ্বারদেশে উপস্থিত।)

রামচন্দ্র। কোয়েছিলে, মিত্রোত্তম! প্রবোধিতে মোরে
সেই কালে। (অরিন্দম মেঘনাদ যবে
আক্রমিলা নিশাকালে হর্য্যক্ষ বিক্রমে
ভীম প্রহরণ রণে বধিল কটক;
বিঁধিল সুতীক্ষ্ণ শরে সবার হৃদয়:
সম্বিত হারায়ে তাহে পড়েছিনু মোরা।

সবে মাত্র সচেতন পবন-নন্দন
হনু, ভিষক সুষেণ, মন্ত্রী জাম্বুবান,
আর তুমি; সুকৌশলে বাঁচালে তৎকালে।)
দুর্জ্জয় কাল-ভুজঙ্গ দশস্কন্ধ বীর,
তীব্র চক্ষুদ্বয় তার বলী বীরবাহু
অতিকায়, বিষদন্ত ইন্দ্রজিত বীর;
বধিলে এ সবে আগে, তবে সে নাশিব
লঙ্কেশে মুহূর্ত্তে। যথা অবহেলে লোকে
গোষ্পদের জল, সিন্ধু পারে উতরিয়া।
কিন্তু হায় এবে হনু হাস্যাস্পদ আমি,
গোস্পদ গভীর সিন্ধু মম ভাগ্য দোষে,
বিফল সব যতন, বৃথা সিন্ধু বাঁধা,
অকারণে সংহারিনু দুরন্ত কর্ব্বুর-
কুলে, সীতার উদ্ধার না হইল আর।
নিশ্চিন্তে কিস্কিন্ধা যাও, হে কিস্কিন্ধা পতি,
আত্ম বন্ধু ত্যজি বৃথা মিত্র বিভীষণ,
সাধিলে আমার কাজ্ সেবকের মত,
নারিনু হে উপকার করিতে তোমার।
বদ্ধ ছিলে যে প্রতিজ্ঞাপাশে, বিজ্ঞবর!
মুক্ত তাহা হতে তুমি, যথা ইচ্ছা যাও।
কুক্ষণে, লক্ষ্মণ, ভাই কুক্ষণে আইলে
অভাগা রামের সাথে; কাঁদে উভরায়
জননী সুমিত্রা দেবী তিতিনেত্রনীরে,
উর্ম্মীলা বধূর অশ্রু প্রবাহে নিরবে,

যাও, ফিরে, রে কিশোর! অযোধ্যানগরে,
কহিও মায়েরে মোর বিনয় বচনে,
সন্ন্যাসী রামের হায় জীবনের-মণি
হরিনিলা নিশাচরে সুবর্ণ-প্রতিমা
ভাসাইলা দগ্ধবিধি নিরাশা সলিলে,
ডুবে রঘুকুলকালী শোক সিন্ধুনীরে!

(সকলের অধোবদন।)

বিভীষণ। কি হেতু ব্যাকুল তুমি জানকী-জীবন?
কেন বা হইল তব এত অভিমান?
সংগ্রামে আছে ত প্রভু জয় পরাজয়,
সব দিন নাহি কারো হয় হে বিজয়।
দণ্ডপানী, বজ্রপানী, সদা যারে ডরে,
সে রাবণ আজি নহে জিনিলা তোমারে i—
নির্ব্বাণ উন্মুখ দীপ অধিক উজ্জ্বল,
সেইরূপ জেনো তুমি রাবণের বল।
অল্পকাল আছে আর লীলা সম্বরিতে,
সতেজেতে তাই হানা দেয় চারিভিতি;
অধর্ম্ম নিজ গৌরব প্রথমে দেখায়,
কাল বশে হয় শেষে সমূলেতে লয়;
সাবধানে দিন দুই যুঝ তার সনে,
তবে সে বধিবে, নাথ! লঙ্কার রাবণে।

সুগ্রীব। বনের বানর, মোরা রঘুবর,
সম্বল মোদের, পাদপ পাথর,

না জানি ধরিতে কভু ধনুঃশর,
তাই পাই লাজ, দশানন পাশে।
আঁচড়, কাঁমড়, বজ্রমুষ্টি, চড়ে,
মারিয়া পাড়িনু কত নিশাচরে,
পদাঘাতে দলি পাপ লঙ্কেশ্বরে,
জয়রাম নাদে পুরিব আকাশে।

জাম্বুবান। রঘুবীর, তুমি ধীর, মিছে কেন হও অধীর,
ঝাঁটু মারি তীক্ষ্ণ তীর, কাটি পাড় দশশির,
নাশ ক্লেশ জানকীর, সকলেতে হব স্থির।

অঙ্গদ। কিসে বা সে দড়, তোমা চেয়ে বড়,
থাকিতে বানর, কারে কর ডর;
মারিয়ে আছাড়, চূর্ণিব সে হাড়,
না ছাড়, না ছাড়, সমর সাজ্।

রামচন্দ্র। জন্ম মোর রঘুকুলে না ডরি সমনে,
কি ছার সে নিশাচর লঙ্কার ঈশ্বর!
কিন্তু সদা ভয় করি দেবতা-মণ্ডলে,
দৈব বলে বলী জনে কে আটে বিগ্রহে?
দেখেছ স্বচক্ষে সলে আজিকার রণে,
আপনি অভয়া আসি যুঝিলা স্বদলে,
কে সমরি চণ্ডিকারে নিবারিবে বল?
দনুজদলনী দুর্গা হুহুকার রবে
কাঁপায় মেদিনী সদা; আতঙ্কে কাতরে,
ছাড়িনু সকল আশা সেই সে কারণে।

লক্ষ্মণ। অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! নহে

সে উচিত ভাষিতে হে সাক্ষাতে তোমার।
বিস্মৃত কি হলে, প্রভু? আপনার বল্?
পঞ্চম বরষকালে বিশ্বামিত্র ঋষি,
লয়ে গেলা তোমা, নাথ! যজ্ঞরক্ষা হেতু,
সঙ্গে ছিল দাস তব অনুজ লক্ষ্মণ,
হেরেছি স্বচক্ষে আমি অদ্ভুত কাহিনী!
ভীমা ভয়ঙ্করী—কাল জলদবরণী,
অগ্নিচক্ষু, বিদ্যুজ্জিহ্বা, কড়মরি বজ্র-
দন্ত আইল তাড়কা, গ্রাসিতে তোমারে;
নাশিলে মুহূর্ত্তে, তারে খর শরাঘাতে,
নিস্তারিলে ঋষিগণে শত শত বার
দুরন্ত রাক্ষস হতে; কটাক্ষে ভাঙ্গিলে
হর-ধনু, চমকিত বিশ্ববাসী ভয়ে!
জমদগ্নি-পুত্র রাম ক্ষত্রিয়-অন্তক,
চূর্ণিলে তাহার দর্প রোধি স্বর্গ-পথ।
পঞ্চবটী বনে দুষ্টা নিকষা-নন্দিনী,
বিস্তারি মায়া বাগুরা আগুলিলা পথ,
গিলিবার আশে হায় জানকী সতীরে,
দমে তারে দাস তব কাটী নাক কান।
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে, এই চণ্ডী, খর
খাণ্ডালয়ে আসি পথ আগুলে আপনি,
বজ্রমুষ্টি মারি তারে খেদাইলা দূরে
অঞ্জনানন্দন হনু পবন-কুমার।
পরম অধর্ম্মাচারী রক্ষঃকুলমণি,

অধর্ম্ম কভু না জয়লভে এ জগতে,
যে হইবে তার পক্ষ অবশ্য শাসিব
তারে, ধর্ম্মবলে বলী, কেন ভয় তবে ?

রামচন্দ্র। যা কহিলে, রে লক্ষ্মণ ! সত্য প্রাণানুজ !
কিন্তু জেন রে অবোধ সূক্ষ্ম ধর্ম্ম পথে
পদে পদে বিচলিত হয় লোকে সদা।
জগত-জননী তারা ত্রৈলোক্য-বন্দিনী,
আবির্ভূতা হন্ আসি ডাকিলে কাতরে ;
সশঙ্ক সে লঙ্কেশ্বর শঙ্কটেতে পড়ে,
মা রাখ, মা রাখ, বলে শঙ্করীরে ডাকে ;
যদ্যপি কু–পুত্র, কভু মাতা ত কু নয়,
তাই সে শঙ্করী আসি রক্ষিছে রাক্ষসে ;
সৃষ্টি স্থিতি যাহা হতে কটাক্ষেতে লয়,
আদ্যাশক্তি প্রধানা যে প্রকৃতি ঈশ্বরী,
ভক্তিতে আবদ্ধা তিনি বাধ্যা কার নয়,
তারে পরাজয় করে হেন সাধ্য কার ?

নেপথ্যে। গীত।

ভৈরবী—চৌতাল।

পরব্রহ্ম পরাৎপর পশুপতি গতি স্তুদগতং।
পুরুষোত্তম পতিতপাবন, পরেশ পরম রক্ষণং
ভব-তারণ-কারণ, বিঘ্ন-বিনাশন,

অশিব নাশন, দুঃখ নিবারণ,
ত্রিভুবন মন-মোহনং।
জগন্নাথ জগদীশ্বর, জগজ্জনগণ-বন্দনং,
জ্যোতির্ম্ময় যন্ত্রণা-হর-মাদিভূত কারণং।

রামচন্দ্র। (চমকিত হইয়া)
সুস্বর তম্বুরা সুরে বীণা-তন্ত্র বাঁধি,
কে ঢালিছে সুধা-রস অকালেতে আজ ?
অম্বুনাথ কম্বুনাদে আপনি উথলি,
লয়ে লয়ে তাল দিয়ে বাড়ায় লহরী ;
হরেরে সুর লহরী সে লহরী শ্বনে,
দর দর অশ্রু বহে গলি বীর-হিয়া।

(নারদ ও পর্ব্বত মুনির প্রবেশ।)

উভয়ে। গীত।

টোড়ি-ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

শুন হে দশরথাত্মজ, পঙ্কজ-নয়ন রাম।
আহরি নীল-পঙ্কজ, পূজহ পদ্মিনী,
সিদ্ধ হবে মনস্কাম।
প্রেরিলা মোদের আজ পঙ্কজ-যোনী,
ভেটিতে তোমারে, ওহে রঘুকুলমণি,

অকালে বোধন করি পূজ ভবানী,
বধিয়া লঙ্কেশে চির যশে পূর্ণ কর নাম।

রামচন্দ্র। প্রণমামি পাদাম্বুজে ওহে ঋষিদ্বয়,
সফল জীবন মম শ্রীপদ দর্শনে।
বিফলে জনম লভি রাজকুলে আমি,
বনবাসী ফলাহারী নিজ ভাগ্য দোষে,
না পারিনু যথোচিত সৎকার করিতে,
পাদ্য অর্ঘ্য লয়ে তিষ্ঠ এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব আমি আর কিবা দিব,
তোমরা অন্তরযামী জানহ সকলি,
যে দশা করেছে মোর রাক্ষস-পাংসন,
অভয়া রক্ষিত রক্ষে নারিনু দমিতে,
মন দুঃখে বনে যাই এবে নিরুদ্যম্।

নারদ। সতী শাঁপে, চিন্তামণি! পাসরিলে সব,
তাই চিন্তাকুল তুমি, ত্রিলোক ঈশ্বর!
তব দ্বারী, দয়াময়! সে জয় বিজয়,
দুর্জ্জয় রাক্ষস হয় নিজ কর্ম্ম-দোষে,
শীঘ্র বধি কিঙ্করে হে উদ্ধার এখন।

পার্ব্বত মুনি। আসি মোরা পাদপদ্ম পুজিবার আশে,
আদেশিলা পদ্মযোনী সম্ভাষিতে তোমা
প্রভু! অদ্ভুত সন্দেশে। মহীষ-মর্দ্দিনী
দুর্গা, দনুজদলনী, সম্বোধি বোধনে,
আরম্ভ নূতন পূজা এবে বিশ্বনাথ,
রাবণ-বধ-কল্পনে ওহে কল্পতরু।

অম্বিকা সুন্দর মূর্ত্তি সিন্দুরে লিখিয়া,
সর্ব্ব ঘটস্থিতা দেবী পূজ পূর্ণ ঘটে.
নির্ব্বারিবে লঙ্কা তবে, মৈথিলী-রঞ্জন !

নারদ। কিন্তু অষ্ট শতোত্তর নীল-পদ্ম দিয়া
পূজিতে হবে ঈশানী এই প্রত্যাদেশ ;
লভ হে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অরি বিমর্দ্দিয়া,
নিঃশঙ্ক অমর-বৃন্দে বধিয়া লঙ্কেশে,
আসি তবে শ্রীনিবাস থাক হে কুশলে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

রামচন্দ্র। লঙ্কার ভূষণ, ওহে বিভীষণ,
পূজিব চণ্ডিকা কর আয়োজন ;
বীর হনুমান, হয়ে সাবধান,
নীলোৎপল আন, খুঁজি ত্রিভুবন।
গাঙ্গেয় প্রদেশে, অঙ্গদ উত্তরি,
ঘট পূর্ণ করি, আন গঙ্গা বারি ;
হয়ে শ্রদ্ধাচারী, যাও হে কেশরী,
ফল মূলাহরি, আন ত্বরা করি।
সবে মিলি গাও, চণ্ডিকার জয়,
অভয়া পূজিয়া হইব অভয় ;

বানরগণ। জয় সীতারাম, জয় জয় রাম,
সাধা এই নাম, বল মুখে রাম।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ সভা।

(সিংহাসনে রাবণ, সভাতলে পারিষদগণ আসীন।)

বন্দিগণ। গীত।

বৈষ্ণবী-রামকেলী—চৌতাল।

বন্দে রাজরাজেশ্বর, ধন্য তুমি মহীপাল।
বীর অগ্রগণ্য ভূপ; যতনে পাল প্রজাপাল।
সদা শূর-পতি সেবিত, অসুরগণ পূজিত
অপ্সরাগণ বন্দিত, ভীত ভয়ে লোকপাল।

রাবণ। হে সারণ! বিজ্ঞতম শচিব-প্রধান!
লভিনু সম্পূর্ণ জয় রামের উপরে;
ভীম দণ্ডে দণ্ডধারী দমে যথা প্রাণী-
পুঞ্জে, দমিনু তেমতি রাঘবের বল;
আশা না মিটিল মোর বধি বনবাসী;
প্রাণ লয়ে পলাইলা মূঢ় বিভীষণ;
শরাঘাতে খেদাইনু সুগ্রীব অঙ্গদে;
বিমুখিনু লক্ষ্মণে হে পুনঃ শক্তিশেলে।

কিন্তু যবে পশিলা সে বীরেন্দ্র রাঘব
রণে, না আঁটিল কেহ রোধিতে তাঁহারে!
ভীষণ গর্জ্জন করি রাগে উথলিয়া,
ধায় যবে বেগে সিন্ধু বালি বাঁধ ঠেলি,
স্রোতে ভাসে যাহা পড়ে সম্মুখে সে কালে,
চূর্ণি তুঙ্গ শৃঙ্গে চলে বিদারি পাহাড়।
পড়িল কর্ব্বূর সেনা, হয়, হস্তী সহ
চারি ভিতে সেইরূপে; হেরিয়া স্বচক্ষে
রণে আপ্ত-পক্ষ-ক্ষয় উদিল দুর্জ্জয়
ক্রোধ; বাহুবলে রোধি বাহুবলে—যথা
মন্ত্রবলে ধন্বন্তরী নিবারে নাগেন্দ্রে,
পাখা কাটি নগেন্দ্রের শাসে বজ্রপানি;
বরষি প্রচণ্ড শর শাসিনু শ্রীরামে,
রাগে ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়ে নাশিতে আমারে;
তরাসে ডাকিনু মায়ে জগদম্বে বলি,
অমনি আসি অম্বিকা গ্রাসিল সে শর,
বাণ ব্যর্থ হেরি রাম পলাইল ডরে।
জয় নাদে রক্ষঃ সেনা ফিরিলা আবাসে,
ঘন কাঁপে স্বর্ণ লঙ্কা বীর পদভরে,
নিরানন্দ পুরে পুনঃ আনন্দ উথলে।

সারণ। কর্ব্বূর-কুল-ভরসা রক্ষেন্দ্র আপনি,
রক্ষিছ রাক্ষসে সদা দমি ত্রিভুবন;
যতবার রণে গেছ বিক্রম-কেশরী,
রাঘবেন্দ্রে বিমুখিলে বাহুবলে রথী,

লঙ্কার গৌরব, ধন্য শিক্ষা তব নাথ।
বহুকাল কৌনপেরা আছে হে বিষাদে,
কৌনপ কুলশেখর, তোষহ সবারে,
দাও অনুমতি, নাথ! নর্ত্তকী-বৃন্দেরে,
নৃত্য গীতে মো সবার চিত্ত বিনোদিতে।
শান্ত যথা উম্মত্ত হে বিভীষিকা হেরি,
দরিদ্র রতন লভি, বৈরাগিরা জ্ঞানে,
শোকার্ত্ত হে শান্ত হয় সঙ্গীত শ্রবণে।

রাবণ। সঙ্গত এ কথা তব সত্য যা কহিলে,
সুখস্পর্শে, সুদৃষ্টিতে, সুস্বাদ আস্বাদে,
সুঘ্রাণ আঘ্রাণে আর সঙ্গীত শ্রবণে,
সদা থাকে শান্ত জানি ভালমতে।
যাও হে ত্বরায় দূত, আদেশ অপ্সরী—
বৃন্দে সমাজে আসিতে; সঙ্গীত সুধার
রসে মুমূর্ষু মাতিবে, বাড়িবে উৎসাহ,
সঞ্জীবনী বিদ্যাবলে জীবন সঞ্চারি।

[দূতের প্রস্থান।]

(অপ্সরাদ্বয়ের প্রবেশ।)

অপ্সরাদ্বয়। গীত।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

ঘন ঘন গরজন শুনে।
কাতরা সই মোরা প্রাণে।

নলকে ঝলকে ওই চমকে বিজলী,
পড়ে বাজ্ কড় কড়্ ঝন্ন ঝন্ন বলি ;
থর থর কাঁপে তনু হৃদয় আকুলি,
ভয়ে হই জড় সড় তালা ধরে কানে।
জোরে তড় তড় পড়ে বরিষার বারি,
দর দর হিয়া ভাসে বিধূরা নাগরি,
শিখিনী শিখিয়ে ক'রে ঘেরা ঘেরি,
নাচেরে আবেসে প্রফুল্ল মনে।
চাতক চাতকী পানি পিউ পিউ কলে,
ডাহুক ডাহুকী মাতে মদন বিহ্বলে,
ঝিল্লি রবে ঝিঁঝি গভীরে রে বলে,
ভেক নাদ সুরে আলাপে গো গানে।
স্তম্ভিত সকলে হেরি গম্ভীর প্রকৃতি,
আলু থালু ব্যাকুল যুবক যুবতী,
দুবাহু পশারি ত্বরা গাঢ় ধরি অতি,
উভয়ে উভয়ে তোষে প্রেম আলিঙ্গনে।

(নারদের প্রবেশ ও সকলে প্রণাম।)

নারদ। বিজয়ী লঙ্কেশ তুমি আজিকার রণে,
শুনে বড় তুষ্ট তাই আসি দেখিবারে ;
পৌলস্তোর পৌত্র তুমি, বিশ্বশ্রবাত্মজ,

আত্মীয় সম্পর্কে মম নহে অন্য পর।
বহু দ্বন্দ্বি পুরন্দরে তোমা লাগি ভাই,
অন্যায় দেখিতে নারি অমরে কি মরে।

রাবণ। পাদ্য অর্ঘ্য দেরে শীঘ্র আনিয়া কিঙ্কর,
পূজি দাদা মহাশয়ে বিবিধ বিধানে;
আস্তর রে কুশাসন হৈম-সিংহাসনে
অপূর্ব্ব হইবে শোভা দেবর্ষি বসিলে।

(নারদকে বসাইয়া।)

রত্ন বেদী পরে মৃগ চর্ম্ম বিছাইয়া,
ধূর্জ্জটি বসিলা যেন কৈলাস-শিখরে।
কি কার্য্যেতে আসা, আর্য্য! কহ তা দাসেরে?
কুশলে আছে ত সব বিশ্ব-বাসীগণে?

নারদ। সম্প্রতি সকলে সুখী এ বিশ্বমণ্ডলে,
যা কিছু বিষণ্ণ হেরি দেব স্বরীশ্বরে।

রাবণ। কেন কেন কি বিষাদে বাসব কাতর?
নাহি সে বাসব-জেতা পুত্র মেঘনাদ,
কে পীড়িল ইন্দ্রে পুনঃ কহ সারোদ্ধার?

নারদ। ঈর্ষা-পরতন্ত্র বড় শচীকান্ত বলী,
না পারে দেখিতে ভাল কার কোনকালে;
ত্র্যম্বক গেহিনী চণ্ডী সদয় তোমারে,
ব্যাকুল সে পুরন্দর এ কথা শুনিয়া,
অপর্ণা পূজিতে রামে এবে আদেশিলা,
তাই ত বিবাদি আমি দেবেন্দ্রের সাথে।

রাবণ। কি ভয় তাহোতে, তাতঃ! ভাগ্যবলে বলী
জন না ডরে শমনে। সুপ্রসন্ন যত
দিন অদৃষ্ট থাকিবে, তত দিন মোরে
কৃপা করিবে অভয়ে; কিন্তু বাঁচি যদি
এ কাল সমরে আমি, দেখিব সে দেব
পুরন্দরে; খেদাইব স্বর্গ হতে ঘোর
রসাতলে, শৃঙ্খলিয়া পুনঃ নাগপাশে,
কুড়ি দিব পামরের সহস্র লোচন,
সহস্র আননে কব দংশিতে অবোধে।
উৎকোচে সে লোভী, দেব, ভুলে চিরকাল,
ঘৃণা উপজয় আর না মানি কাহারে,
অহরহ গঙ্গাধরে সেবিনু বিস্তর,
না চাহিল একবার মোরে এ বিপদে।
এসেছিলা কালি বটে সমর-প্রাঙ্গণে,
না সাধিলা কোন কাজ্ পাষাণ-নন্দিনী,
চাহিনা সাহায্য তার আর কোন কালে।

নারদ। তথাস্তু, তাইত বলি! বীরেন্দ্রকেশরী!
পশু বধে মৃগেন্দ্র না যাচে অন্য বল্;
প্রকাশ বিক্রম কাল, হে রণকুশলি!
পূর্ণ মনোরথ মোর, চলিনু এখন।

(নারদের প্রস্থান।)

(একজন দূতের প্রবেশ।)

দূত। (নিরুত্তর।)

রাবণ। কহরে সন্দেশ-বহ নিরুত্তর কেন
এবে? কেন তোর পুনঃ বিরষ বদন?
অমঙ্গল কি আছে রে এ জগতে আর,
যা শুনে বিদীর্ণ হবে এ পোড়া হৃদয়?
মুক্তকণ্ঠে কহ, যাহা ঘটেছে এখন।

দূত। হায়, কেমনে নিবেদি, নাথ! বিনা-বাতে
অভ্রভেদী উচ্চ চূড়া চণ্ডীর দেউল
খসি পড়ে আচম্বিতে! প্রবেশে তোরণ
তুড়ে অনুজ তোমার বিভীষণ বলী,
সঙ্গে লয়ে অগণ্য সে রাঘবের চমূ,
ভাঙ্গিল বাজার হাট্ লুটিল সকল,
পড়িল অনেক যোধ রোধিতে তাহারে।

রাবণ। হারেরে কুলকজ্জল্! মূঢ় বিভীষণ!
রাবণ জীবিত তবু এত অহঙ্কার?
চল রে সেনানী-দল রণ-সাজে ত্বরা,
ভস্মীভূত করিব রে রাক্ষস অধমে।

[সকলের বেগে প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

——০০——

কানন পথ।

(দুইজন রাক্ষস রক্ষি দণ্ডায়মান।)

প্রথম। হাল্লাক্ হয়েছি খেটে, আর পারিনে বোনে,

রাত্তির দিনের মধ্যে একটু বস্‌তে পাইনে।
ছড়োর গুতোয় ঝোড়ের মধ্যে ছিনু সাবধানে,
চেপ্‌টে গেছি রাজার চোটে, ঝাঁক্‌রানে বাঁচিনে।

দ্বিতীয়। আমি হলে সুড়ুৎ দিতাম বনবাদাড়ের মাঝখানে,

প্রথম। ইচ্ছে ছিল তাই কর্‌তে, কিন্তু ভয়ে পারিনে।

দ্বিতীয়। ঠিক্‌ করে বল্‌, ঝোক্‌ড়ে দাদা!
এ লড়ায়ে কি হবে শেষ ফল্‌?

প্রথম। আমি ঠাউরিছি ভাই, মোদের দলে,
এবার যাবে রসাতল।

দ্বিতীয়। হাবাতে একটা মেয়ের লেগে, বাড়ালে জঞ্জাল,

প্রথম। চুপ্‌দে ভাই মঙ্গলা দাদা, ওই কে আস্‌ছে রে সামাল্‌।

[উভয়ের অন্তরালে গমন।]

(আলুলায়িত কেশে স্বর্ণলঙ্কার প্রবেশ।)

স্বর্ণলঙ্কা। গীত।

ঝিঁঝিট্‌—মধ্যমান।

কারে রে নিবেদি এবে মন বেদনা।
কে আর আছে আমার ঘুচায় যন্ত্রণা।
কুম্ভকর্ণ চূর্ণ হল, অতিকায় ছেড়ে গেল,
বীরবাহু শেষে দিল, অশেষ যাতনা।
মেঘনাদ একা রণে, সাশিল মেঘবাহনে,
সে বীর নিধন মোর, প্রাণে সহেনা।

প্রথম। শোনার পুত্তলি, গায় মাখি ধূলি,
কে যাস্ চলি গো পাগলিনী।
খা মোর মাথা, আয় আয় হেথা,
যা চাস্ তা দিব কালাঙ্গিনী।

স্বর্ণলঙ্কা। গীত।

বিভাষ—মধ্যমান।

আমি কাঙ্গালিনী নয়রে তোদের জননী।
শোকে আলু থালু বেড়াই পাগলিনী।
দুঃখে বুক ফেটে যায়, কহিব কাহায় হায়,
থাকিতে নাথ মোর, ফিরি আজ অনাথিনী।
জ্বলি সদা মনাগুণে, যাতনা সহেনা প্রাণে,
পশি বারিধি জীবনে, জুড়াবেরে অভাগিনী।

(পট্টবস্ত্র পরিধান, গলে রুদ্রাক্ষ মালা,
হস্তে ত্রিশূল, রাবণের প্রবেশ ও
পশ্চাৎ পশ্চাৎ সারণের
প্রবেশ।)

রাবণ। বিষাদিনী নিশাকালে কে মনোমোহিনী,
প্রকৃতি না বনদেবী ফুল-সাজে সেজে,
চলিছে ছলনা করি বিজন বিপিনে,
বীণা নাদে বিনোদিনী রোদনি মধুর!

মোহিল মন আমার, যাচ অবলারে
মন্ত্রী, নিবেদিতে ত্বরা মনের বেদনা,
কি বিরাগে এ যৌবনে যোগিনী নবীনা
নারী ? সুধাও সারণ ত্বরা বিজ্ঞবর।

সারণ। কে তুমি গো সুকেশিনী! সুচারু কান্তিতে
উজলিছ লঙ্কাপুরী—নিবাস কোথায়
তব ? কাহার তনয়া তুমি—স্বামীর কি
নাম ? সত্য পরিচয় দেহ সুলোচনে।

স্বর্ণলঙ্কা। বারিন্দ্র ঔরষে জন্ম মোর, নিবাস এ
দেশে সদা, বীর-ধাত্রী—বীরেন্দ্রমহিষী!
অকালে মরিল সুত না শোধিতে ধার,
সেই শোকে বিষাদিনী ফিরি বনে বনে।
পাসরিনু সব দুঃখ পতি-মুখ চেয়ে,
যে দশা, সে আশে পাছে নৈরাশ গো হই,
বিধি বা এ পোড়া ভালে বিধবা ঘটায়!

রাবণ। লোচন-আনন্দ মোর! জীবনের আলো!
প্রাণ চেয়ে, প্রিয়তমে! তুমি বিনোদিনী;
চিনেছি তোমারে, সতি! স্বর্ণলঙ্কা তুমি!
ছলনা কোরোনা মোরে সুচারু-বদনে,
তব নামে বিকায় হে সদা চির-দাস।
হে সরলা বলে! স্থান দিয়া হৃদয়েতে,
বঞ্চনা প্রপঞ্চে মোরে এ মিনতি পায়।
বীর-প্রসূ, বীরাঙ্গনা, বীরেন্দ্র-নন্দিনি!
রণে হত-পুত্র হেতু কেন লো কাতর ?

কেন বহে বারি-ধারা ও চারু নয়নে?
আবরে আলোক্কাগার কেন বারিবহ?
বিষাদিনী কি দুঃখেতে কহ নিতম্বিনী?

স্বর্ণলঙ্কা। যে খেদে প্রাণ বিদরে, যেই অপমানে
ঝরিছে হৃদয় বহি নয়নের নীর,
নিবেদি কেমনে পদে, জীবিত ঈশ্বর!
জীবন্ত তুমি হে এবে বীরেন্দ্রকেশরী,
তবুও তব সম্মুখে নির্লজ্জ পামর
পাপ বিভীষণ, ছি ছি বাণর কটক্
লয়ে লণ্ড ভণ্ড করি লোটে অনিবার,
দণ্ডে বিধিমতে দুষ্ট খুলি আবরণ
অভেদ্য তোরণ মোর, আর কি কহিব!

(সহসা আলোক ও স্বর্ণলঙ্কার
অদৃশ্য।)

রাবণ। হর হর! কেন হেরি এ অদ্ভুত আলো
আচম্বিতে?—ধাঁধিল রে নয়ন-যুগল!
কোথা গেল স্বর্ণলঙ্কা কুহক বিস্তারি?
লুকাল কি শশীমুখী উরি স্বপনেতে?
হতে পারে, নহে এত নূতন বিধান!
অবহেলে সদা সবে ভাগ্য-হীন বলে!
তা না হলে কি দোষেতে ছাড়ে চণ্ডী মোরে?
ধিক্ এ জীবনে হায়! এত অপমান
সহি এ পোড়া পরাণ কেন না বেরুল?

কাপুরুষ বলি আমি ঘৃণা করি যারে,
পদাঘাতে খেদাইনু পুরবহির্ভাগে,
সে পাষণ্ড কি সাহসে ভাঙ্গিয়া তোরণ,
পশিল এ পুরে আজ না পারি বুঝিতে।
যা হোক্ পূজিব আগে সেই বিশ্বনাথে
মনোসাধে শেষ পূজা ; পরে রে শাসিব।

[সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০ঃ০—

রামচন্দ্রের শিবির।

(সম্মুখে ঘটস্থাপন করিয়া, দীপমালা, পঞ্চপ্রদীপ,
নীলপদ্ম, বিল্বদল, গঙ্গাজল পূরিত কোষা,
নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার উপকরণ লইয়া
রামচন্দ্র আসীন, লক্ষ্মণ, বিভীষণ,
হনুমান ইত্যাদি সকলে
সম্মুখে দণ্ডায়মান।)

রামচন্দ্র। কোথা অষ্ট শতোত্তর নীলোৎপল দাও
হে মারুতি, পূজি এবে গিরীশ-মহিষী
অভয়ারে ; যাঁর কৃপাবলে নাশিব সে
দুর্মদ রাক্ষসে রণে, তুষিব অমরে।

হনুমান। ফিরি দেশে দেশে, অনেক আয়াসে,
পশি দেবিদহে সরোজ তুলিনু।
পাছে ভুল হয়, এই ভাবনায়,
এক এক করে সকলে গুণিনু।
ঠিক্ হল যেই, ফিরিলাম তেঁই,
তবে কেন কম বুঝিতে নারিনু।
নগ, জল, স্থলে, আকাশে, পাতালে,
উটকি সকলে মৃণালে খুঁজিনু।
হ্রদে, বিলে, ঝিলে, তড়াগ-সলিলে,
এ নীল-কমলে বেশি না পাইনু।
কর যেই হয়, ওহে দয়াময়,
নাহি যে উপায়, তাই নিবেদিনু।

রামচন্দ্র। অনুকূলা সে নকুল-রমণী রাবণে;
নিরখি আকুল, ভাসি অকুল পাথারে।
সানুকুল দেবকুল, আদেশে পুজিতে
মোরে কুলকুণ্ডলিনী; তাই সে আশার
ভেলা ভাসাই রে পুনঃ, দুঃখের সাগরে!
ধেয়াইয়া ধ্রুব-তারা তারিণীর পদ,
ধীরে ধীরে পাড়ি দিনু কুল পাব বলি,
নিরাশা কুয়াশা আসি তারা আবরিল,
ডুবি রে অকুলে এবে আর গতি নাই!
বড়ই কঠিন তু গো ভবেশ-ভাবিনী,
ছলিলি তনয়ে তাই পরকাশি মায়া,
দুর্গা নামে দুঃখ হরে বেদাগমে বলে,

সে দুর্গা অপার দুঃখ দিল অভাগারে!
ডুবাও দুঃখ-সলিলে, নিঠুর জননি!
না ছাড়িব রাঙ্গা পদ ধরেছি কঠোর,
ডুবিব, ডুবাব তোরে, তবে সে জানিবে,
ডুবাবার কত সুখ পাষাণ-তনয়ে।
কোথায় লুকাবে মা-গো খেলি লুকোচুরি,
ভাঙ্গিব চাতুরী আজি বাঁধি ভক্তি-ডোরে;
নীল-সরোজাক্ষি মোরে সকলেতে বলে,
উপাড়ি এ চক্ষু আমি দিব উপহার,
দেখি, জগদম্বে! মোরে এড়াবে কেমনে।

(ধনুঃশর লইয়া চক্ষু উপ্‌ড়াইতে চেষ্টা; ভগবতী ও জয়া বিজয়ার আবির্ভাব।)

ভগবতী। (রামের হস্তধারণ করিয়া।)

সম্বর সম্বর, ওহে রঘুবর,
না উপাড় আর কমল আঁখি।
তোমার মনন, রাবণ নিধন,
হইবে সাধন, না রবে বাকি।

সকলে। গীত।

নারায়ণী—যৎ।

নমামি মহিষাসুর-মর্দ্দিনি।
নমামি, নমামি, ইখুপালিনি।

মহিষ-মস্তক-নটন-ভেদ, বিনোদিনি,
মেদিনি, মালেনি, মানেনি,
প্রণতজন সৌভাগ্য-দায়িনি।
শঙ্খ-চক্র-শূলাঙ্কিত-পানি, শক্তিশেল, মধুর-বানি;
পঙ্কজ-নয়না, পন্নগ-বেণী,
পালিত গিরি-গুহাম্পুরাণি;
শঙ্করার্দ্ধ-শরীরিনি, সমস্ত দৈবত-রূপিনি;
কঙ্কণালঙ্কতাব্জকরা, কাত্যায়নি, নারায়ণি।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণভূমি।

(লক্ষ্মণ ও বানর কটক।)

লক্ষ্মণ। আসিতেছে রক্ষঃ-সেনা কাতারে কাতারে
ওই হের রে পাবনি! অগ্রসরি শীঘ্র
বলি! নিবার সকলে, ভাঙ্গহ শৃঙ্খল-
শ্রেণী করি মহামার! যাও, যুবরাজ!

ত্বরা স্বীয় দলবলে, প্রকাশি বিক্রম
এবে আক্রম রাক্ষসে। নল, নীল, গয়
আদি যে যথায় আছ, সকলেতে মিলি
মারি পাড় নিশাচরে—হে বীর-মণ্ডল।
দেব, দৈত্য ত্রাস রণে দুর্মদ রাবনি,
বিশ্ব-নাশি কুলিশে যে অবহেলা করি,
বাঁধিল হে ভুজ-বলে দেব সরীশ্বরে,
নিপাতিনু সেই বীরে মহারুদ্র শরে,
সে শরে নাশিব আজ নিকষানন্দনে।
দেখিব নিবারে মোরে কোন্ বলে বলী,
হেরিবে অমর নরে উৎকট সমর,
না ফিরিবে লঙ্কাপুরে রক্ষঃ কুলাঙ্গার,
লুটাবে সে দশ-শির আজি রণস্থলে ;—
এ প্রতিজ্ঞা বীর-বৃন্দ ; নহে বৃথা নাম,
ধরা না সহিবে আর তার পাপভার।

অঙ্গদ। রে————

দাক্ষিণাত্য বীরগণ, কর সবে প্রাণপন,
ত্বরা ধাও বধ নিশাচরে।
দেব কুলোদ্ভব সবে, আজি রে দেখাতে হবে,
অদ্ভুত সমর চরাচরে।
আবদ্ধ প্রতিজ্ঞা-পাশে, আছ রাঘবের পাশে,
মুক্ত হও রিপু করি শেষ।
দারা পুত্র ছাড়ি সবে, এসেছ এ মহাহবে,
কঠোরে সহেছ নানা ক্লেশ।

অল্পকাল তরে কেন, হও সবে ক্ষুণ্ণ মন,
হৃষ্টে দুষ্টে করহ নিধন।
উদ্ধার সে জানকীরে, জানুক অমরামরে,
সবে গাবে যশের কীর্ত্তন।
কটক কর রে জড়, রাক্ষসে আটক কর,
বেষ্টি মার সগোষ্ঠির সনে।
দম্ভে চল বীরদাপে, লম্ফে পড় অরি চেপে,
কাঁপুক মেদিনী ঘনে ঘনে।
রাবণের দর্পচূর, করেছে পিতাঠাকুর,
হাড় চূর্ণ হবে মোর ঠাঁই।
প্রকাশিয়ে বাহুবল, পাড় তারে মহীতল,
মিটুক্ রে সকল বালাই।
হনুমান। বৃথা গর্ব্ব পশুবল, শ্রীরামে কর সম্বল,
সিদ্ধ হবে তবে মনস্কাম।
মুখে বল জয় রাম, হৃদে ভাব সীতারাম,
বল বাড়ে উচ্চারিলে নাম।
সকলে। জয় জয় জয় রাম, সদা বল সীতারাম,
রাবণ দমন যেই নামে।

[সকলের প্রস্থান।]

(নেপথ্যে সৈন্য কোলাহল এবং রাবণ ও কপি সৈন্যগণের প্রবেশ।)

রাবণ। হাঁরে কপিগণ, কিসের কারণ,
করিছ বেষ্টন, সাক্ষাৎ শমনে!

তোরা পশুপাল, পলাইলি কাল,
সম ফেরুপাল, পড়ে না কি মনে ?
পেয়ে কার আশা, এখানেতে আসা,
একি রে ভরসা, ভয় নাই মনে !
বাকি তব কাল, ঘুণাইতে কাল,
এবে টানে কাল, বুঝি অনুমানে।
দারা পুত্র ছাড়ি, আর ঘর বাড়ী,
করিস্ গহরি, বৃথা হেথা কেনে ?

অঙ্গদ। তু বড় চালাক্, মুখে তোর জাঁক,
ক্ষণে তুই থাক্, এবার বিপাক্,
কুমরের চাক্, হেরবি রে ধরা।
দেখিবি দেখাব, লোকে জানাইব,
আর না ছাড়িব, মারিয়া পাড়িব,
হাড় চূর্ণিদিব, পর-নারী-চোরা।

রাবণ। রে মূঢ় অঙ্গদ ! ছিছি কপিকুলে হেরি
তোরে বড় কুলাঙ্গার ; নতুবা নির্ব্বোধ !
পিতৃহন্তা জনে তুই ভজিলি কেমনে ?
নিষ্ঠুর চণ্ডাল রাম অযোধ্যার পতি,
চোর সম অলক্ষেতে বধিল বীরেশে
সতর্ক থাকিলে সেই সূর্য্যের আত্মজ,
বিক্রম-কেশরী বালী বধে কার বাপে ?
কাপুরুষ তারা-সুত বড়ই নির্লজ্জ
তুই, স্বচক্ষে নেহারি সুগ্রীব কর্ত্তৃক
জননীর নিদারুণ অপমান হায় !

কেমনে সহিলি ওরে পাপিষ্ঠ বানর?
হেরিলে ও পোড়া-মুখ ঘৃণা উপজয়,
পালা প্রাণ লয়ে ভীরু না চাহি যুঝিতে।

অঙ্গদ। চুপ্ করে থাক কালামুখো, রুড়ে ড়াঁড়ির ভাই,
মদন জ্বালায় ভগ্নী মরে, বাধিয়ে বালাই।
বড় বীর তুই রাবণারে, চেড়ীর ভাতের জোরে,
কুম্ভনশী ভগ্নী তাই, দৈত্যে নিল হরে।
ঘরের নারী রাখ্‌তে নার, পরের কুৎসা গাও,
বাক্যবাণে রক্ষাধম কেন হাড় জ্বালাও।
মোর্ বাপে রাম বধেছে রে, তোর্ বাপের্ তায় কি,
আয় দেখি রে ফেলে ধনু, ভুর ভেঙ্গে তোর্ দি।

(উভয়ের বাহু যুদ্ধ ও রাবণের বক্ষেমুষ্টাঘাত,
পরে রাবণ কর্ত্তৃক আঘাত প্রাপ্ত।)

(লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। ওরে রে পামর দুষ্ট নিকষা-নন্দন!
নিস্তার নাহিক তোর আজ্ মোর হাতে;
বধিলি পাপিষ্ঠ রণে বহু-বনবাসি,
দেখা রে কৌশল মোরে প্রকাশি বিক্রম।
বহুদিন প্রতিফল দিতাম তোমারে,
কি করি নিবারে মোরে রাজীবলোচন;
রাম ক্রোধানলে আর সীতা মনস্তাপে,
সবংশে মজিলি, পাপি! চেতনা না হল?

বৈভব মহেন্দ্র জিনি অতুল ভুবনে,
রে বাতুল খোয়াইলি মোহ ছলে পড়ি!
এখন মঙ্গল চাহ সীতা দেহ ফিরি,
লুটাও ধরণী তলে দাঁতে কুটা করি;
দয়াসিন্ধু রঘুনাথ এখনি ছাড়িবে।

রাবণ। আবার লক্ষ্মণ এলি সম্মুখে আমার
কোন্ মুখে? নাহি কি রে মনে শক্তিশেলে?
বাঁচিলি রে সে আঘাতে পিতৃ পুণ্য বলে!
পালা রে বালক আর না কর সংগ্রাম,
ডাক্ সে জানকী-নাথে দেখাব কৌতুক!

লক্ষ্মণ। রাখ্ রে বড়াই, বাঁচ্ মোর ঠাঁই,
পিছে যুঝিবি শ্রীরাম সনে।

(লক্ষ্মণের অস্ত্রত্যাগ ও রাবণের
নিবারণ করণ।)

রাবণ। ধন্য ধনু শিক্ষা তোর সুধন্বী লক্ষ্মণ!
কিন্তু বাছা কুক্ষণে এলি লঙ্কাপুরে।
নিতান্ত শমন বুঝি অতিথী সৎকারে,
তুষিবে তোমারে তাই মোরে দেখা দিলি!
সেবার সুষেণ তোরে বাঁচালে ঔষধে,
এবে বার শিব-শূল তেজ যাক্ জানা।

(অস্ত্র নিক্ষেপ।)

লক্ষ্মণ। (নিবারণ করিয়া।)
রুদ্র-শরে রুদ্র-শূল এই নিবারিনু।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

——oo——

রামচন্দ্রের শিবির।

(রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান, অঙ্গদ,

সুগ্রীবাদি উপস্থিত।)

রামচন্দ্র। কি আশ্চর্য্য, মিত্রবর! বরষি প্রচণ্ড শর,
খণ্ড খণ্ড করিলাম দুরন্ত রাবণে।
তবু ত সে নাহি ম'ল, অঙ্গ তার জুড়ে গেল,
অমর লঙ্কেশ জানিলাম এত দিনে।
সগর রাজার কীর্ত্তি, সাগর নামেতে খ্যাতি,
অকৃত সন্তান আমি সে কীর্ত্তি নাশিনু।
যুগে যুগে খাঁটা রবে, সকলেতে খোঁটা দিবে,
মিছে কাজে, হায়, কেন সিন্ধুরে বাঁধিনু।
বহু রাক্ষস, বানর, গেলা চলি যমঘর,
যে সীতা কারণে তবু তারে না পাইনু।
ধিক্ মোর বাহুবল, ধিক্ রে কটক বল,
বিবাদি অমর সনে কলঙ্ক রাখিনু।
না ফিরিব আর দেশে, এ পরাণ নাশি কিসে,
কর, রে পাবনি, ত্বরা চিতা আয়োজন।
বিষম ক্রোধের অগ্নি, জ্বালায় সব ধমনী,
দীর্ঘ শ্বাসে, রে লক্ষ্মণ, জ্বালাও জ্বালন।

যোগে জাগে জ্বলে যাই,　　　আর না বাঁচিতে চাই,
আপনি অনলে আজ্ হব রে দাহন।

সুগ্রীব।　কি কব, কভু না হেরি নাশুনি শ্রবণে,
দেব! হেন অসম্ভব ত্রিভুবন মাঝে!
দ্বিখণ্ডে, ত্রিখণ্ডে আর শত খণ্ডে আজ,
না মরে রাক্ষসাধম একি চমৎকার!

অঙ্গদ।　অবধ্য সে নিশাচর বধিতে তাহারে,
মো সবার সাধ্য নহে অযোধ্যার পতি!
বিহিত যা হয়, তাহা কর রঘুবীর,
সহজে নিধন নাহি হবে দশানন।

বিভীষণ।　শতকোটী বর্ষ যদি যুঝ, রঘুবর,
নারিবে নাশিতে মমাগ্রজে; ব্রহ্মবরে
প্রকারে অমর সেই; আপনি ভবেশ
ভবানির পতি, প্রভু! শ্মশানেতে উরি,
রক্ষেণ সতর্কে তারে আর কি কহিব।

রামচন্দ্র।　এতেক জানহ যদি মিত্র কুলোত্তম!
তবে কেন নাহি তুমি পূর্ব্বেতে কহিলে?

লক্ষ্মণ।　কেন চিতে আকুলিত হও, রঘুমণি!
অবশ্য সে নিশাচর হইবে নিধন।
আপনি উরিয়া চণ্ডী তোমারে কহিলা,
মানস সফল তব হবে, দীননাথ।
তবে কেন ভাব বৃথা?—ভাবাও সবারে?
অনুকূল দেবকুল আর কারে ভয়!

রামচন্দ্র।　রে বৎস ভ্রাতৃবৎসল অনুজ লক্ষ্মণ!

অনুক্ষণ মম হিতে রত তুমি জানি ;
বিপদেতে পড়ি যবে হই মূর্চ্ছমান,
পূরাহ উৎসাহে হৃদি সে সময়ে, ভাই।
সু-কৌশলী রণে তুই, কি কৌশলে বল্,
মারিব এ দুর্নিবার নিশাচরে আজ।
কতবার কাটি পাড়ি উঠি যুঝে পুনঃ,
বিমুখে সে ব্রহ্ম-অস্ত্রে আর কি কহিব,
বৃথা ধনু শিক্ষা মোর গুরুর নিকটে।

লক্ষ্মণ। আদেশ আমারে প্রভু——

বিভীষণ। মার্জ্জনা করহ মোরে, ঠাকুর লক্ষ্মণ,
নিবারি তোমারে আমি কহিতে হে কথা।
উদিল যে স্মৃতি পথে অপূর্ব্ব কাহিনী
এক, না ছিল স্মরণ, নিবেদি রাঘবে।
প্রশান্ত হৃদয়ে এবে শুন চিন্তামণি,
যাহে লঙ্কেশ্বর হবে অবশ্য নিধন।
ব্রহ্মচর্য্যা-সুব্রততে হইয়া দীক্ষিত,
কঠোর তপস্যা করি মোরা তিন ভাই,
যবে, আইলেন ধাতা অগ্রজের পাশে,
বাঞ্ছাকল্পতরু রূপে পুরাতে মানস।
আর্য্য মোর যাচিলেন বিধাতার ঠাঁই
করিতে অমর তাঁরে ; কহিলেন ধাতা,
" অমর হইলে তুমি হবে সৃষ্টি নাশ।
তপে তোর সুপ্রসন্ন, নিকষানন্দন,
আমি ; যে বর চাহিবে বিনা এই বর,

অবশ্য পাইবে তাহা কহিনু তোমারে।”
নিবেদিল ভাই মোর কর যোড় করি।
“দেব, দৈত্য, নাগ মোরে কেহ না আঁটিবে,
না মরিব কার শরে কভু কোন কালে ;
আধি ব্যাধি জ্বরা আদি না পীড়িবে মোরে।”
“তথাস্তু” বলিয়া তাঁরে তোষি সৃষ্টিধর,
দিলা এক সু-উজ্জ্বল হংসাকৃতি বাণ।
“ধর ওহে নিশাচর!” কহিলা বিধাতা
“সাবধানে রেখ ইহা অন্যেতে না জানে!
পড়িলে অপর হাতে পড়িবে বিপদে,
তব মৃত্যু-শর তুমি রাখ নিজ হাতে।”
কোথায় লুকায়ে রাখে সেই মৃত্যু-বাণ,
নাহি জানি আমি, প্রভু! জানে মন্দোদরী ;
পার যদি প্রকারে আনাতে সেই বাণ,
তবে সে নিধন হবে অগ্রজ আমার।
নহিলে হে শতকোটী কল্প কাল যুঝি ;
নারিবে নাশিতে সেই দুর্জ্জয় রাবণে।

রামচন্দ্র। (বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া।)
দুর্জ্জয় কর্ব্বূর-রূপ তরঙ্গ—গর্জ্জিত,
অকুল পাথারে ভেলা তুমি মতিমান,
পাই ত্রাণ তোমা হতে সকল বিপদে।
অলক্ষে এ রক্ষোপুরে কোন্ দেব তুমি,
রক্ষিছ আমারে, হায়, নারিনু বুঝিতে!
না পারিব, মিত্রবর! এ ঋণ শোধিতে

কোন কালে ; প্রেম-ডোরে বাঁধিলে আমারে,
কিনিলে জনম তরে আর কি কহিব।

বিভীষণ। দাস বলে মনে রেখ এই ভিক্ষা চাই,
দিও হে অন্তিমে স্থান ও রাজীব-পদে।

রামচন্দ্র। কর যুক্তি সবে মিলি, কি উপায়ে এবে
আনিবে সে মৃত্যু-শরে বধিতে লঙ্কেশে ;
কে হইবে অগ্রসর বল শীঘ্র মোরে।

(হনুমান অগ্রসর।)

হনুমান। হে রঘুতিলক, প্রভু, আনিবে এ দাস,
আর কে যাইবে বল সে সঙ্কট স্থানে ?
আপন পরাণে ভালবাসে সকলেতে,
ভালবাসি আমি শুধু সেবিতে চরণ
অহরহ। সাধি কাজ, পাঠাও আমারে।

(প্রণাম।)

রামচন্দ্র। (হনুমানের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া।)
বারে বারে বৎস তোরে দুরূহ সঙ্কটে
পড়ি, পাঠায়েছি আমি দুঃসাধ্য সাধনে ;
প্রাণদান পেয়েছি রে শত শত বার,
এ অরক্ষ পুরে, বৎস, তোমা হ'তে সবে।
জন্ম জন্মান্তরে মোর থাকিবে স্মরণ,
তোমা-কৃত উপকার কভু না ভুলিব।
সংগোপনে, হে পাবনি ! মন্দোদরী পাশে

পশি, আনহ কৌশলে, অতি সাবধানে,
সেই মৃত্যু-শর ; যাহে নাশিব রাবণে।
ঘুচিবে হৃদয় জ্বালা, সীতা উদ্ধারিব,
পুরাব মন'মানস যা চাহ তা দিব।

হনুমান। পুরাবে মানস মম ? যা চাহি তা দিবে ?
পাদ-যুগ রাখ মোর মস্তক উপরে।
যুগল রূপেতে, নাথ ! মম হৃদয়েতে
বিরাজ করুন সদা এ মিনতি পদে।

[প্রণাম ও প্রস্থান।]

রামচন্দ্র। সুগ্রীব, অঙ্গদ, নল, নীল, জাম্বুবান,
মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র আদি বীরেন্দ্র মিলিয়া
বধিবে লঙ্কেশে, আমি মাত্র উপলক্ষ।
ভরসা তোমরা মোর, সম্বল ও বল,
দারা পুত্র গৃহ ছাড়ি সহিলে যাতনা
মোর লাগি কত সবে, কহিব কেমনে ?
চল, সবে মিলি আজ্ বধি দশাননে।

(রামজয় শব্দে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—○:○—

স্ফটিক নির্ম্মিত কক্ষ।

(মন্দোদরী, সূর্পণখা প্রভৃতি আসীনা, চেড়ীবৃন্দ
সসাজে দণ্ডায়মানা, ব্রাহ্মণ বেশধারী
হনুমানকে লইয়া একজন
দাসীর প্রবেশ।)

হনুমান। কাগা আয়, কাগা আয়, কাগা আয়!
শিবের বুকে দিয়ে দু পা, ডেকে বল্‌ছে কালিকা মা,
চাঁদে বিঁধে দুটো বাণ, অদৃষ্টের ফল টেনে আন্।
কাগা আয়, কাগা আয়, কাগা আয়!—

মন্দোদরী। প্রণাম, হে গণক ঠাকুর, বসুন আসনে,
শুন্‌ছি নাকি ভাগ্য ফল্‌টা বল্‌তে পার গণে?
কি আশে আসা এখানে, নিবাস কোথায়?
বিপ্রদেব! দেহ মোরে সত্য পরিচয়।

হনুমান। নিবাস নিশ্চিন্ত পুরে ষষ্ঠীরাম নাম,
লঙ্কেশের পরিচিত, তাই আসা এ ধাম।
নবগ্রহ লয়ে আমি, খেলি সর্ব্বক্ষণ,
গণে বল্‌তে পারি কিছু, ললাট লিখন।
বর্ষে বর্ষে রাজার শিরে, বুলিয়ে যাই গো হাত,
এবার মোর ভাগ্য ফলে, না হল সাক্ষাৎ।

এসেছি রাণীর কাছে পাব কিঞ্চিৎ বলে
দাঁত খিঁচ্‌য়ে ঐ জটে, বুড়ি, গলা ধাক্কা দিলে!
ভঙ্গিমায় ভয়ে বাঁচিনে, রাগে অঙ্গ জ্বলে,
বুড়োর সঙ্গে রঙ্গ এত, ছেলেয় আস্ত গেলে।

মন্দোদরী। মনে কিছু করো না, ঠাকুর্! ভুলে যাও ও সব।

একজন সখী। (স্থূর্পণখাকে দেখাইয়া।)
বল গণে এ কামিনীর, কবে হবে বিবাহ উৎসব।

হনুমান। শ্রীফল দুটী দাও ত হাতে, কিম্বা একটী নারিকোল,
তুষ্ট হবে এখনি রাণী, চালাব কত বোল্।
কদু কুম্‌ড়োয় জ্বলে মরি, ফলেনা তায় ফল,
রসে ফাটা দালিম্ দুটায়, বাড়িবে মঙ্গল।

মন্দোদরী। যাও সহচরি, আন ত্বরা করি,
যে ফল যথায় মিলে।
অদ্ভুত গণক, বাড়ালে কৌতুক,
দেখি এবে কিবা বলে।

(একজন সখীর প্রস্থান ও ফল লইয়া পুনঃ
প্রবেশ এবং ফল সকল হনুমানের
নিকটে স্থাপন।)

হনুমান। ফল এনেছ নানা মত, অভিমত পাবে ফল,
ফল্, না ধর্‌লে ফল ফলে না,
কেবল বাড়ে গো জঞ্জাল।
যার যেটারে মনে ধরে, করে ফেল সম্বল।

(এক একটী ফল লইয়া সকলকে প্রদান।)

রাখি মর্ত্তমানে রাণীর মান, চাঁপায় দিলাম্ চাঁপা,
রামকলা নে ষোল-কলা, হস্‌নে মোর প্রতি লো খাপা।
কানাইবাঁশি ধর্ রূপসী, ভাস্‌বি সুখসাগরের নীরে,
তুই ধর দেখি এই তরমুজটি ও তোর ভাগ্য ফিরিবেরে।

(সূর্পণখার হস্তে তরমুজ প্রদান।)

সূর্পণখা।

মর্ মিন্‌ষে উন্‌পাঁজুরে, কিছু আক্কেল্ নাই কি তোর ?
দিলি মস্তটা যে মোর হাতেতে, তুই কি এতই আবর্ ?

হনুমান।

খানিক্ দাঁড়াও বোঁচা নাকী, আগে খড়ির আঁক্ কাটি,
কোন্ ভো'লে ওই কাটা কাণ, চুলে ঢাক্‌লি আকুটি।
কর্ শুনি একটা ফুলের নাম, দেখাই বুজরুকি,
সটে পটে ধরে দিয়ে, আজ্ ভাঙ্গব চালাকি।

সূর্পণখা। সিমুল।

হনুমান। সিমুল-সিম্বি ফুট্‌লে কভু, প্রাণ কি হয় আকুল ?
ঝট্‌কায় উড়ে ঝোড়ে পড়ে, হয় শেষে নির্ম্মূল।
হেরে তোর পোড়া কপাল, দিচ্চিরে গা'ল্,
ও তুই কেলোঢলানী ?
কুল-ক্ষয়ের মূল তুই রে, এখন দূর হ গস্তানী।

(মন্দোদরীর প্রতি।)

তাড়িয়ে দাও গো গাধায় চড়িয়ে, মুড়িয়ে এর মাথা,
নইলে থাক্‌বে না এ সোনার লঙ্কায়, একটীও পাতা।

চুষি চোষেন্ ন্যাকা খুঁকি, ইনি ভুলোয় দুগ্ধ খান্,
তাই মদন জ্বালায় ছট্ ফটিয়ে, চৌদিকে ব্যাড়ান।
লচ্‌পচিয়ে লকার কাছে, খেল্‌তে গেলেন্ কা'ন্,
সে ভুর্ ভেঙ্গেছে, দূর্ করেছে, কেটে নাক কাণ।

সূর্পণখা।

কেরে ড্যাকুরা, আয় তোরে খাই, ঘুচুক্ রে জঞ্জাল্,
ঘরে বসে অল্‌পেয়ে তুই, দিতেছিস্ যে গা'ল্?
মেয়ে নাথিতে থ্যাতাই তোরে, আয় ত ঝাঁটা খেকো,
এক্ চড়ে গাল্ ভাঙ্গবো এবার্ শোন্‌রে ব্যাটা ভেকো।

হনুমান। (ভয়ভাণ করিয়া।)

রাখ রাণী মন্দোদরি, এবার ঠেকেছি গো দায়,
সর্ব্বনাশী রাঁড়ি মোরে, আস্ত গিল্‌তে চায়!
বুক্ গুর্ গুর্ কচ্চে ভয়ে, আমার ধর্‌লো কাঁপুনি,
রাখ মোরে নৈলে ধরে গিল্‌বে গো এখুনি।

মন্দোদরী। ভয় কি তোমার, বামুণ দাদা, থাক এখানে,

(সূর্পণখার প্রতি।)

কালামুখি! গাল্ দিয়ে তুই, চটালি বামুণে?
সত্যি কথা সইতে নার, যাও অন্য স্থানে,
আমার আছে কিছু গুহ্য কথা, এই গণকের সনে।

[মন্দোদরী ও ব্রাহ্মণব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

হনুমান।

ছাড়্ জুড়ুলো, বাঁচা গেল, চলে গেছে খেঁদি,
এখন্ গুটি গুটি বাড়ি পালাই, কিছু দাও দিকিনি, দিদি।

কিন্তু মনে রইল মনের কথা, আমার বলা হল না,
আছে অমূল্য ধন তোমার হাতে, তুমি ভাবনা করনা।

মন্দোদরী।
কি ধন আছে, বামুণ ঠাকুর, আমায় ভেঙ্গে বল না,
যাতে এমন্ সময় মনের মধ্যে ভাব্‌না হবে না?

হনুমান।
আমি সব্ জানি এ লঙ্কাপুরে, যা ঘটেছে ঘটনা।
বানর্ লয়ে অযোধ্যার রাম, আসি এখানে দেয় হানা।
মরেছে ঘোর্ সমরে সব নিশাচর্, তাও আছে গো জানা।
এখন্ কষ্টে স্বষ্টে চেষ্টা করে, রাজার প্রাণ বাঁচানা।

মন্দোদরী।
(এখন) পড়েছে যে মহামার, ভরসা নাহিক আর,
প্রাণে তাঁর বাঁচা ভার, শুন, দ্বিজ মনি!
রাজার হয়েছে এবার, রন্ধ্রগত শনি।

হনুমান। না কর হৃদয়ে ডর, চিন্তা পরিহার, কর,
প্রকারে তিনি অমর, ওগো রাজরাণি।
তব কাছে মৃত্যু-বাণ, দেখিলাম গণি।
(কিন্তু) রেখ তাহা সাবধানে, অন্য পরে নাহি জানে,
ভয় ভাবি বিভীষণে, (পাছে) শোনে একাহিনি।

মন্দোদরী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ত্রিলোচন, সর্ব্বত্রগামী পবন,
সর্ব্বভূক হুতাশন, বরুণ জগজীবন,
সাক্ষীরূপে সদা ভ্রমে চন্দ্র ও তপন;
তারাও জানে না কোথা রেখেছি সে ধন।
কি সাধ্য সন্ধান পায় ছার বিভীষণ।

হনুমান। নারী হীন-বুদ্ধি হয়, কভু না তারে প্রত্যয়,
জানি কি যদ্যপি ছলে জানে দুরাশয়।
তা হলে লঙ্কেশ প্রাণ হারাবে নিশ্চয়।

মন্দোদরী।
তুমি হে মম স্বপক্ষ, স্বস্ত্যয়নে রাজারে রক্ষ,
বিপক্ষ পক্ষ তা হ'লে, যাবে যম ঘরে।
হে দৈবজ্ঞ! বিদ্যা বলে, গূঢ় বার্ত্তারে জানিলে,
তোমারে ছলনা করা, ভাল নহে মোরে।
হংসাকৃতি মৃত্যু-বাণ, যাহে যাবে রাজ-প্রাণ,
রেখেছি যতনে ওই স্তম্ভের ভিতরে।

হনুমান। (সহর্ষে।)
ধন্য মন্দোদরী রাণী, বুদ্ধে তুমি বীণাপাণী,
তোমার কৃপায় রাজা পাইল জীবন।
দেহ করি আয়োজন, পূজিব এ মৃত্যু-বাণ,
প্রদক্ষিণ করি আমি স্তম্ভ ততক্ষণ।

(স্তম্ভ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে
নিজমূর্ত্তি ধারণ।)

রাম-ক্রোধানলে, ওরে দশানন,
হ'ল তোর আজ লীলা-সম্বরণ,
পূর্ব্ব হ'তে তোমা বুঝাইনু কত,
মদগর্ব্বে, পাপি! হলি জ্ঞান-হত,
না চিনিলি রামে, ওরে দুর্ব্বিণীত,
এইবার, মূঢ়! নিশ্চয় মরণ!

(পদাঘাতে স্তম্ভ ভগ্ন করিয়া শর গ্রহণ ও
প্রাচীরোপরি উঠিয়া উপবেশন।)

হা মন্দ ভাগিনি, মন্দোদরী রাণি;
এবে চির তরে কর্ লো রোদন।
রাম দাস আমি, কহি সত্য বাণী,
রাবণ শ্রীরাম হা'তে হইবে নিধন।
লিখিল লো বিধিভালে বৈধব্য লিখন।

[প্রস্থান।]

মন্দোদরী। একি সর্ব্বনাশ, হায়, ঘটিল আমার!
মৃত্যু-হস্তে তুলে দিনু নিজে মৃত্যু-শর!
হে বিধি! হে বিধি! ভালে একি গো লিখিলে?
মোরে উপলক্ষ করি নাথেরে মারিলে?
হা নাথ! অনাথা এবে তব মন্দোদরী।

(মন্দোদরীর মূর্চ্ছা, সখীগণের
প্রবেশ।)

সকলে। একি হ'ল! একি হ'ল! রাণী কেন মূর্চ্ছা গেল!
কোথা সে দ্বিজ লুকাল, স্তম্ভই বা কে ভাঙ্গিল!
সিঞ্চিয়া সুগন্ধি বারি, চেতনা শীঘ্র আনলো!

(সকলের শুশ্রূষা।)

চতুর্থ অঙ্ক।

রণক্ষেত্র।

(রামচন্দ্র ও কপি সৈন্যগণ, রাবণ ও রাক্ষস সৈন্যগণ,
বিভীষণ, লক্ষ্মণ প্রভৃতি উপস্থিত।)

রামচন্দ্র। কঠিন পরাণ তোর, দুর্ম্মদ রাবণ!
এখনো জীবিত আছ মম শরাঘাতে?
চক্ষু-দন্ত-হীন ক্রুর বিষধর তুই,
খগেন্দ্র সম্মুখে, পাপি! বৃথা গর্জ্জিছ রে!
গর্জ্জ গর্জ্জ যতক্ষণ নাহি ধরি চাপ,
চূর্ণিব ও ঊর্দ্ধ ফণা ক্ষুরুপের ঘায়।

(শর যোজন।)

রাবণ। স্বর্গ ছাড়ি' সিন্ধু-নীরে পশে যবে রমা
আঁধারি এ চরাচর; মিলি দেবাসুরে,
উদ্ধারিলা যুক্তি করি কেশব-ঘরণী।
লভিলা নানা রতন মথি রত্নাকরে,
বিভাগিলা সব ধন ভাগ্য ক্রীড়া করি;
না দিলা মহেশে কোন ভাগ সেই কালে।
ঈশানী এ কথা গিয়ে নিবেদে যোগেশে;
ক্রোধে শূলপানী পুনঃ মথিলা জলধী,

দুরন্ত যাতনা পেয়ে অনন্ত অমনি,
উগরিলা বিশ্বদাহি বিষরাশি রোষে।
হারায়ে জানকী-ধন—অমূল্য রতন,
আইলি তেমতি, রাম, বানর-সহায়ে,
মথিলি সাগরোপম কর্ব্বুর-বাহিনী ;
হরিলি নানা রতন দুর্লভ জগতে ;
নারিলি রে উদ্ধারিতে জনক-ঝিয়ারি ;
পীড়িলি এ মহোরগে প্রগল্ভে আবার,
ভষ্মীভূত হ'য়ে তবে মোর তীব্র বিষে,
নতুবা পলাও ত্বরা পারাবার পারে।

(শর যোজন।)

রামচন্দ্র। বিলম্ব আছে মোর সিন্ধু পারে যেতে,
পাঠাই তোমারে আগে যম ভবনেতে !

[শর ত্যাগ।]

রাবণ। (নিবারণ করিয়া।)
অস্ত্রে অস্ত্র বিমুখিনু হের রঘুমণি,
ধর হে এ ভিন্দিপালে তবে বল জানি।

[অস্ত্রত্যাগ।]

রামচন্দ্র। (নিবারণ করিয়া।)
অর্দ্ধ পথে ব্যর্থ হল তোর ভিন্দিপাল,
এবার এড়াও দেখি মোর শরজাল।

সহস্র-ফণা-নির্ম্মিত, নাম ব্রহ্মশির,
নিশাচর! এইবার কাটি তোর শির।

[অস্ত্রত্যাগ।]

রাবণ। (নিবারণ করিয়া।)

শম্ভু শূলে ব্রহ্মশির রাখিলাম ঠেলি,
নিবার এ শেল পাট সমর-কুশলি।

হনুমান। (নেপথ্যে।)

জয় জয় রাম! জয় সীতা রাম!
"শমন-দমন-রাবণ রাজা, রাবণ দমন রাম!"

(মৃত্যু-শর হস্তে হনুমানের প্রবেশ।)

রাবণের মৃত্যু-বাণ ধর, রঘুমণি।

[রামহস্তে শর প্রদান।]

রাবণ। (স্বগত।)

বৃথা আশে আর কেন করি আমি রণ!
ফুরাইল জীবলীলা এইবার মম;
মোহের ছলনে পড়ি ছিনু এতকাল।
কত কষ্ট দিনু, হায়, দুর্ব্বাদল-শ্যামে,
নিবারিতে পাপপুঞ্জ এবে ক্ষমা চাই,
দয়াল গোলক-পতি এদাসে সদয়,
হইলে অনা'সে যাব ভবসিন্ধু পারে।

(প্রকাশ্যে কৃতাঞ্জলিপুটে।)

অখিল ব্রহ্মাণ্ড-নাথ, করে দাস প্রণিপাত,
ও রাঙ্গাচরণে প্রভু দিও মোরে স্থান।
আপন করম ফলে, জন্মিলাম রক্ষঃ কুলে,
অশেষ পাতক করি হারাইনু জ্ঞান।
বিষম বিষয়-বিষে, মজেছিনু মোহ বশে,
চিনিতে নারিনু তাই পরম রতন।
দয়া করি, দীনবন্ধু, বিতর করুণা-বিন্দু,
অচিরে এড়াব, দেব, এ ভব-বন্ধন।
চির দাস তব পদে, অপরাধী পদে পদে,
বিপদে পড়েছি, মোরে করহ উদ্ধার।
পূজিলাম অম্বিকারে, সেবিলাম ত্র্যম্বকেরে,
নিদানেতে তুমি বিনা কেহ নাই আর।
কল্পতরু নাম ধর, ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর,
দাঁড়াও বঙ্কিম ঠামে, ভব-কর্ণধার!
মোহন মূরতি হেরি, মোহ-পাশ ছেদ করি,
অনা'সে ভব-জলধী হইব হে পার।
তুমি স্রষ্টা, তুমি পাতা, চন্দ্র, সূর্য্য, তুমি ধাতা,
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি সারাৎসার।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, অপার অসীমানন্ত,
হর ধ্বান্ত, হে শ্রীকান্ত, তুমি পরাৎপর।
নৃসিংহ-রূপেতে হরি, তারিলে বক্ষ বিদরি,
এবার, ভবতারণ, মার মৃত্যুবাণ।

কর্ম্মভোগ সাঙ্গ হ'ল, একজন্ম বাকি র'ল,
তা হ'লে, গোলক-পতি, পা'ব পরিত্রাণ।
পুরাও মনের আশা, ঘুচাও হে যাওয়া আসা,
তব পদে, শ্রীনিবাস, এই নিবেদন।
দেহ মোরে পদধূলি, ডঙ্কা মারি যাই চলি,
নিঃশঙ্কে গোলকধামে শ্রীমধুসূদন।

রামচন্দ্র। হা ধিক্! হা ধিক্! আজি কলঙ্ক স্পর্শিল
রাম নামে; ভক্ত মর্ম্মে বিঁধি তীক্ষ্ণ শর।
রাজ্য-ভ্রষ্ট ভাগ্য দোষে, থাকিতে আবাস
পিতৃ-সত্য পালিবারে হই বনবাসী;
সহিনু যাতনা নানা, হারানু জানকী,
অকারণে বালি বধি' অকীর্ত্তি রাখিনু।
পূর্ব্ব-কীর্ত্তি-লোপ হ'ল জলধি-বন্ধনে,
কি কাজ সাধিনু বধি' কর্ব্বুরের-কুলে?
রাবণ এমন ভক্ত আগে যদি জানি,
করি কি আয়াস আসি এ লঙ্কাপুরিতে?
না চাহি সীতায় আর, কি কাজ উদ্ধারে?
ভকত বৎসল রাম, নারিবে বধিতে
কভু নিকষানন্দনে। চল সবে ত্বরা
মিলাইব বিভীষণে দশানন-সনে।
বাজাও বাদকগণ মঙ্গল বাজনা,
সবে মিলি গাও আজ লঙ্কেশের জয়—
ধর, হে লক্ষ্মণ, ভাই, এই মৃত্যু-বাণ,
ফিরি দেহ রক্ষোনাথে অতি সাবধানে;

ক্রোধ পরিহরি ; বৎস ! স্নেহে বল তায়,
অশক্ত হইনু ভক্ত-মর্ম্ম ভেদিবারে।
রাবণ রামের অরি বিখ্যাত ভুবনে,
আজ তার অপরাধ হইল মার্জ্জন।

লক্ষ্মণ। কি বলিলে, রাঘবেন্দ্র ! নিকষানন্দন
ভক্ত তব ? নাহি কাজ উদ্ধারি জানকী ?
গাইব সকলে মিলে লঙ্কেশের জয় !
ফিরি দিব মৃত্যু-শর পুনঃ নিশাচরে !
কি কব, অগ্রজ তুমি, হ'লে অন্য পর
উচিত উত্তর এর পাইত এখনি।
কেন আমি না মরিনু জননী জঠরে !
বাঁচিনু কেন রে পুনঃ শক্তিশেলাঘাতে !
বধির না হ'ল কেন এ শ্রুতি-যুগল !
দ্বিধা হও, হে পৃথিবি ! গ্রাস শীঘ্র মোরে,
আর না হেরিতে হয় হেন কু-আচার,
না শোনে শ্রবণ পুনঃ এ কঠোর বাণী।
অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী হরে নিশাচরে,
বদ্ধা রক্ষঃ-কারাগারে রঘুকুলবধূ,
কদর্য্য কলঙ্ক রেখা সূর্য্য বংশ শিরে,
না পারি নিশ্চিন্তে আমি নিরখিতে ইহা।
আদেশ বীরেশ মোরে পশি রণে একা,
বাহুবলে মর্দ্দি আজ দুর্ম্মদ রাবণে,
বরষি প্রচণ্ড শর খণ্ড খণ্ড করি,
দুর্জ্জয় শরীর এবে বিলাই কুক্কুরে।

রামচন্দ্র। সত্য যা' কহিলে, বৎস! সকলি প্রমাণ,
দোষী আমি তব পাশে লোকাচার মতে;
বলরে, বালক, কিন্তু কেমনে বিঁধিব
ভক্তের মরম আমি খর-শরাঘাতে!
কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হলে ভক্তের চরণে,
শেল সম বাজে, হায়, হৃদয়ে আমার।

লক্ষ্মণ। বীর-কুল-শ্রেষ্ঠ তুমি, ভুবন বিখ্যাত,
হারালে কি বল-বীর্য্য নিশাচর-বোলে?
জ্বলন্ত পাবন শান্ত কপট স্তবনে?
বিকট সংহার মূর্ত্তি কৃতান্তে হেরিয়া,
স্তবে যদি কেহ তারে আসন্ন কালেতে,
দ্রবি কি দয়ায় যম ছাড়ে কভু তারে?
শান্তি, দয়া, ক্ষমা, সহ্য, ধৈর্য্য আদি গুণ,
বিরাজে তপস্বী হৃদে জানি চিরকাল;
সমর প্রাঙ্গণে পশি শত্রুর সম্মুখে
নাহি পাশে যতি-ধর্ম্ম ক্ষত্রিয় সন্তান।
ভ্রমর পড়ে হে যদি ঊর্ণনাভ জালে
রাগে খণ্ড খণ্ড করি ছেঁড়ে হে তখনি।
ঋণ-শেষ, শত্রু-শেষ, আগুণের শেষ,
না রাখে গৃহস্থ কভু অমঙ্গল ভয়ে;
এড়িছ কেন হে তবে এ দারুণ রিপু?
গা'বে অপযশ সবে এ বারতা শুনি,
রুষিবে দেবতাগণ, রাক্ষসে হাসিবে,
বানরে বর্ব্বর বলি দিবে টিট্‌কারি।

রাবণ। দেবতা, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দানব,
প্রমথ, পিশাচ আদি খগেন্দ্র পন্নগ,
সক্ষম নহে হে কেহ এ তিন ভুবনে,
বধিতে আমায়, শুন, ঠাকুর লক্ষ্মণ!
নব-দুর্ব্বা-দল-শ্যাম রাজীব-লোচন,
বিশ্ব-মূলাধার ওই ভবের কাণ্ডারী,
রাম বিনা কার সাধ্য বধে মোরে আজ?
অবজ্ঞা কর'না মোরে নিশাচর বলে।
চিনি তোমা, হে অনন্ত, চিনি রুদ্র দেবে,
মর্দ্দিছে কর্ব্বূর-কুলে হনুমান রূপে।
স্বয়ং লক্ষ্মী মা জানকী, তাও আমি জানি;
গোলকের পতি এই ব্রহ্ম সনাতন।
জয় মম নাম, আমি নিশাচর বেশে
বসিয়া লঙ্কায়, দেব! শাসি দিক্‌পালে।
সহায় লহ হে যদি বিশ্ব-বাসীগণে,
আঁটিতে নারিবে মোরে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কি কাজ বিবাদে আর মিছা তব সনে?
কহ শীঘ্র শ্রীপতিরে উদ্ধারিতে মোরে।
আরাধি না পায় যাঁরে সুরাসুর নরে,
হেন লক্ষ্মী বাঁধা মোর অশোক-কাননে।
জ্ঞান যোগে ধ্যানে ধরি যে চরণ যুগ,
প্রাণ অন্ত করে সাধু যোগী ঋষি সব,
সেই চিন্তামণি মোরে চিন্তে অবিরাম,
এ হ'তে আমার ভাগ্যে আর কি হইবে?

লক্ষ্মণ। ভয় যদি প্রাণে তোর, দুষ্ট নিশাচর,
দন্তে তৃণ করি ক্ষমা মাগ রঘুনাথে,
মাথে করি মা জানকী এখনি আনিয়া,
বসা'য়ে রামের বামে লুটাও ধরণী।

রাবণ। (স্বগত।)
এরূপে বিরূপ যদি হন মহাপ্রভু,
তবে ত উদ্ধার মোর না হইবে কভু।
উত্তেজিতে কটু বলি, তোমা চিন্তামণি,
ভুল না দিতে হে দাসে চরণ-তরণী।

(প্রকাশে।)
প্রাণেতে কাতর, তুমি রঘুবর,
ছাড় ধনুঃশর তাই রণ-ভূমে।
হয়ে থাকে ডর, পলাও সত্বর,
হীন-জনে শর না মারি হে ভ্রমে।
ছাড়ি বীরাচার, রণে পরিহার,
একিরে বিচার, ক্ষত্র কুলাঙ্গার!
কাল-সর্প-সম, হেরি অস্ত্র মম,
হ'ল তোর ভ্রম, হাঁরে দুরাচার।
আসি মহাহবে, ডাকি ইষ্টদেবে,
তুমি তুষ্ট হ'বে জানিব কেমনে।
মনে মনে ভাণ, তুমি ভগবান্,
এত অভিমান নরের পরাণে?
ইহার উচিত, যা' হয় বিহিত,
পাবে সমুচিত, ধর ধনুর্ব্বাণ।

বড় আশা মনে, জিনিবে রাবণে,
আজ্ মোর বাণে হারাইবে প্রাণ।
ডাক জানকীরে, ভাব জননীরে,
চাহি সুগ্রীবেরে মাগহ মেলানি।
নাহি কোন আশা, ছাড় রে ভরসা,
করিব দুর্দ্দশা বধিব এখনি।

রামচন্দ্র। ইচ্ছিলি রে মরিবারে, পাপিষ্ঠ রাবণ!
যম ঘরে যারে তবে মম শরাঘাতে।

[মৃত্যু-বাণ নিক্ষেপ।]

রাবণ। রাখ হে ভক্তের মান দিনু বক্ষ পাতি,
স্থান দাও শ্রীচরণে, এবে দয়াময়।

[পতন।]

(রাবণের নিকট রাম, লক্ষ্মণ ও
বিভীষণের আগমন।)

বিভীষণ। (রাবণের বক্ষে পতিত হইয়া।)
নব বিভাকর-প্রভা, জিনিয়া তোমার আভা,
অমূল্য-রতন রূপে লঙ্কার শিরসে,
ভাতিতে, হে রক্ষঃমণি, মনের হরষে।
দারুণ নিঠুর কাল, নাহি বোধাবোধ কাল,
হরিল অকালে তাই এ উজ্জ্বল মণি,
শ্রীহীনা হইল, হায় লঙ্কা গরবিণী!

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডে দণ্ডি, দিক্‌পালে লণ্ডিভণ্ডি,
চূর্ণি সে দম্ভোলি দম্ভ আপন প্রতাপে,
হলে হে ধরণী-শায়ী কোন্ মনস্তাপে ?
শ্রান্ত হয়ে থাক, বলি, মাখি শীঘ্র রণ-ধূলি,
অঙ্গ ঝাড়ি উঠি পুনঃ কর মহামার,
দিও না বানরে বৃথা করিতে হুঙ্কার।
দুর্ব্বার কর্ব্বূর-কুল, হয় বুঝি হে নির্ম্মূল,
ব্যাকুলে কাঁদে গো পড়ি অকুল পাথারে!
উঠ, হে রণকেশরি! শান্ত সবাকারে।
নম্র-শির কাকোদর, রাম অজ-বংশধর,
সংসার দুর্লভ তাঁর ছিল শিরোমণি,
প্রমাদে পড়িলে রাজা হরি সে রমণী।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডোদর, যিনি গোলোক-ঈশ্বর,
ফিরি দিতে কহিনু হে তাঁহার গেহিনী,
মদে মত্ত, ভাই, তাই না শুনিলে বাণী।
বুঝাইনু কতবার, মাগি নিতে পরিহার,
না বুঝি মারিলে লাথি ব্যথিল অন্তর,
এ ব্যথা সে ব্যথা হ'তে অধিক অন্তর।
কারে দিয়ে রাজ্য পাট, কারে দিয়ে স্বর্ণ বাট,
কোথায় চলিছ হায়, লঙ্কার ঈশ্বর,
ছাড়ি ভোগ অভিলাষ হয়ে দিগম্বর ?
কালে কাল ধেয়ে এ'ল, লীলা খেলা ফুরাইল,
কেবল অভাগা ভাগ্যে র'ল অপযশঃ,
কুলাঙ্গার হতে বংশ হইল রে নাশ!

বিধাতা হে, বাদ সেধে, ডুবা'লে কলঙ্ক-হ্রদে,
কাঁদালে অমর করি মোরে নিরবধি,
লবণাম্বু করিলে হে ক্ষীরোদ পয়োধি!
ইন্দু-বক্ষে বিন্দু দিলে, সকলেরে শিখাইলে,
গাইতে গভীরারাবে কলঙ্ক কীর্ত্তন,
সবে কবে ঘর-ভেদী এই বিভীষণ।
বাঁচিতে নাহি চাহি রে, পশিব সাগর নীরে,
আর না দেখাব কারে এ পোড়া বদন,
একাকী অরণ্যে বসি করিব রোদন।

রাবণ। ভাগ্যবান বিভীষণ! সম্বর রোদন।
যদি চাহ হিত মম এ অন্তিম কালে,
ডাক ত্বরা তব মিত্র ভব-কর্ণধারে।

বিভীষণ। হের, দেব, আঁখি মেলি সম্মুখে তোমার
বাঞ্ছা-কল্পতরু-রূপে পতিত-পাবন।

রাবণ। অন্তিমে করুণা করি', করুণা-নিদান!
রাখ রাঙ্গা পা দুখানি শির'পরি মম,
পরশে যাহার এড়ি সংসার-বন্ধন
আনন্দে পরমধামে করিব গমন।

রামচন্দ্র। (রাবণের মস্তকোপরি আপন
চরণ স্থাপন।)

সফল মানস তব, ওহে লঙ্কানাথ!
নিঃশঙ্কে গমন কর অভিমত স্থানে।

কিশোর বয়সে আমি হ'নু বনচারী।
ভালমতে রাজ-নীতি কভু না শিখিনু।
বিজ্ঞতম ভূপতি হে তুমি এ সংসারে,
দেহ উপদেশ মোরে শাসিতে ধরণী।

রাবণ। অবিদিত কিবা তব, অখিলের পতি?
চালাইছ চরাচর যে নীতি-কৌশলে
কি নীতি শিখাব তোমা, অকিঞ্চন আমি?
রাখিতে ভক্তের মান ইচ্ছা যদি মনে,
যা' জানি তা' বলি কিছু, শুন, দয়াময়!—
যতনে সাধিবে—যাহে হ'বেহে মঙ্গল।
নিবৃত্ত থাকিবে কিন্তু অশুভ-সাধনে।
উদিল করুণা হৃদে, শুন, নারায়ণ!
পাপির যন্ত্রণা হেরি শমন ভবনে।
বাসনা হইল মনে স্বর্গের সোপান
নির্ম্মাণ করিতে, প্রভু, সকলের তরে।
হায়! না পূরিল তাহা বৃথা আলস্যেতে।
সূর্পণখা কথা শুনি' ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে
জানকি-হরণ-রূপ অশুভ কার্য্যেতে
হইনু তৎপর আমি পড়ি' মোহছলে।
হায় দেব, ধায় যথা আনন্দ অন্তরে
দীপ্ত দীপশিখা হেরি' পতঙ্গ নির্ব্বোধ;
প্রলোভনে পড়ি শেষে হারায় জীবন;
'পাবক-শিখা-রূপিনী' জানকীরে হেরি
মজিনু সবংশে আমি, হায়, সেই মত।

ক্ষম অপরাধ এবে কণ্ঠাগত প্রাণ,
চরমে চরণে স্থান দাও দীননাথ!

(মৃত্যু।)

রামচন্দ্র। (বিভীষণের কর ধরিয়া উত্তোলন।)
উঠ উঠ মিত্রবর, না কাঁদ না কাঁদ আর,
রাবণ মম কিঙ্কর জানে চরাচরে,
অবনীতে অবতরি তারিতে তাহারে।
বড় ভাগ্য-হীন যেই, তোমা মন্দ করে সেই,
তোমার প্রসাদে আমি বধি নিশাচরে,
সংসারে রহিল কীর্ত্তি চিরকাল তরে।

বিভীষণ। সুউজ্জ্বল-আভা-পূর্ণ হৈম-সিংহাসনে,
বিবিধ কিরণ-জালে হয়ে বিভূষিত,
বিকাশি গৌরব নিজ অম্বর প্রদেশে,
বিরাজেন যবে ভানু মধ্যাহ্ন কালেতে ;
পাপ রাহু আসি যদি গ্রাসে সে মিহিরে,
সে দশা দেখিয়া, হায়, কে নহে কাতর ?
হীন-প্রভ প্রভাকর যাহার প্রভায়,
সে রক্ষঃ দিনেশ, হায়, কাল-কবলিত !
আঁধার এ লঙ্কাপুরী রক্ষেন্দ্র বিহনে,
বিষাদ-সলিলে ভাসে সুবর্ণ-প্রতিমা !
হেরি এ দারুণ দশা, কমললোচন,
বিকল হৃদয় মোর অধীর শোকেতে !
দয়া করি, দীননাথ, দেহ অনুমতি,
গতি করি অগ্রজের গিয়া সিন্ধুতীরে।

রামচন্দ্র। দেব-দৈত্য-নর ত্রাস-রক্ষঃকুলমণি,
পড়িলা সমরে আজ বিধি বিড়ম্বনে ;
চল হে বীরেন্দ্রগণ ত্যজি শত্রু ভাব,
সৎকার্য্য করিব তাঁর বিহিত বিধানে।

(রাবণকে লইয়া সকলের প্রস্থান।)

পট পরিবর্ত্তন।

সিন্ধুতীর—শ্মশান ভূমি।

—oo—

সম্মুখে চিতা প্রস্তুত।

(পতাকা ধারণ করিয়া বানর কটক ও রক্ষঃ সেনাগণের শ্রেণীবদ্ধভাবে ঐক্যতান বাদন করিতে করিতে রাবণের মৃত দেহ লইয়া শ্মশানে প্রবেশ।)

সকলে। গীত।

শিব শিব শিব রাম, রাম রাম রাম।
অনিত্য সংসারে ভাব তারক-ব্রহ্ম নাম।

(চিতায় শব রক্ষা ও অগ্নি প্রদান।)

সকলে। গীত।

হের হের রে অমর মরে এ মহা-শ্মশানে।
রাজেন্দ্র লুটায়, হায়, হের ধরাসনে।
ক্ষিতি টলমল করে,
যে বীরের পদভরে,
যাঁহারে হেরিয়ে কাঁপে, বিশ্ববাসীগণে।
বাসবাদি দেবগণে,
নিযুক্ত যাঁর সেবনে,
সে রাবণে হের, হায়, এ মহা-শ্মশানে।
অনিত্য জানি সংসার,
ত্যজ গর্ব্ব অহঙ্কার,
নিত্য ভাব নির্ব্বিকার, থাকিবে কল্যাণে।

(ক্রন্দন করিতে করিতে মন্দোদরীর
ও সখীগণের প্রবেশ।)

মন্দোদরী। গীত।

ভৈরবী—মধ্যমান।

অনাথিনী ক'রে মোরে হেথা কেন, রক্ষোমণি।
ছাড়িয়ে আমারে, নাথ, কোথা যাবে বল শুনি।

প্রাণকান্ত তুমি বিনে,
থাকিব বল কেমনে,
কার মুখ নিরখিয়ে, জীবে বল এ অধিনী?
ত্রিভুবন জয়ী রণে,
ম'লো সব পুত্রগণে,
নিবারি সে সব শোক, শ্রীমুখ দর্শনে;—
তুমি যদি ত্যজ এবে,
তবে বল কি হইবে,
ভাসিবে যে নিশি দিবে, দুঃখ-নীরে পাগলিনী।

সখীগণ। গীত।

রামকেলী—ঢিমেতেতালা।

অভাগিনী সবে মোরা শুন ওগো মহারাণী।
দুখানলে দহে দেহ কারে কহি এ কাহিনী।
চিতা যে সাজান হ'ল,
চল চল ত্বরা চল,
আলিঙ্গন করি নাথে, ত্যজি সবে এ পরাণী।

বিভীষণ। রাজরাজেন্দ্রানি! মরি, পাগলিনী বেশে,
করিছ ক্রন্দন তুমি এ শ্মশান-দেশে!
কুলের রমণী মম কাঁদেরে অকুলে
পড়ি, আজি মনস্তাপে; শতধিক্ মোরে!
চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, যম, পবন, বরুণ,

না হেরেছে কভু যারে, সেই রাজরাণী,
ধূলায় পড়িয়া কাঁদে মহা-শ্মশানেতে !
ক্ষম অপরাধ মম, রাণী মন্দোদরী,
মিনতি করি গো ধরি তব শ্রীচরণ ;
রোদন কর' না বৃথা বানরের মাঝে,
গরবিনি ! হবে ইথে তব মান হানি !
উঠ উঠ শশিমুখি ! যাও অন্তঃপুরে,
যত পার কাঁদ গিয়ে আপন নিলয়ে ;
দৈব-বিড়ম্বনে সিংহে বধিলে কিরাত,
সিংহী কি মনোবেদনা জানায় ব্যাধেরে ?

মন্দোদরী। ক্ষমা ? ক্ষমা নাহি তোর ওরে বিভীষণ !
না চাহি হেরিতে, মূঢ়, ও পাপ বদন।
ভাল বলে তোরে মোর আগে ছিল জ্ঞান,
সে ভ্রম ঘুচেছে এবে শোন্ রে অজ্ঞান !
বিড়াল তপস্বী তুই করি ধর্ম্ম-ভান,
তেজস্বী এ রক্ষঃকুলে করিলি নির্ব্বাণ !
মিত্র-দ্রোহি ! ভ্রাতৃঘাতি ! কুল-ক্ষয় করে,
আসিয়াছ মোর ঠাঁই ক্ষমা চাহিবারে ?
দূর হ পাপিষ্ঠ, মূর্খ, অরি-উপাসক !
হীন-বীর্য্য, কাপুরুষ, পরান্ন-ভক্ষক !

(বিভীষণ অধোবদন।)

মন্দোদরী। (সখীগণের প্রতি।)
চল, সহচরি ! করি দরশন,
যে জন বধেছে পতির জীবন।

মানব নয় সে রাজীবলোচন,
অবশ্য হবেন দেব নারায়ণ।
চল ত্বরা তাঁর হেরি শ্রীচরণ,
সার্থক করিব এ পাপ জীবন।

(রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের প্রবেশ।)

মন্দোদরী। (রামকে দেখিয়া।)

পূর্ণ হল মনস্কাম, পূর্ণব্রহ্মে হেরিলাম,
ঘুচিল মনের জ্বালা শোক পলাইল।
শান্তি হৃদে প্রবেশিল, হিংসা দ্বেষ চলে গেল,
কই ?—সে দারুণ ক্রোধ কোথা লুকাইল ?
আশীষ, হে জগন্নাথ ! দাসী করে প্রণিপাত,
অন্তিমে করুণা কর এই নিবেদন।
আমি অতি অভাজন, না জানি স্তব পূজন,
কৃপাময়, ভুল' না হে দিতে শ্রীচরণ।

(প্রণাম।)

রামচন্দ্র। (সীতা ভ্রমে।)

জন্মায়তি হও, সতি, মম আশীর্ব্বাদ।

মন্দোদরী।

হেন অসম্ভব বাণী, কেন বল, রঘু-মণি,
বিফল হবে না কভু শ্রীমুখ-বচন।

সূর্য্য যদি স্থান ছাড়ে, হিমাদ্রি গগনে উড়ে,
আন তব বাক্য, প্রভু! হবে না কখন।
রাবণের পাট-রাণী, ময়দানব নন্দিনী,
মন্দোদরী অভাগিনী নাম;—
চরণ-বন্দন-আশে, আসিনু তোমার পাশে,
ভাল বর দিলে, গুণধাম!
তব বাক্য মিথ্যা নয়, এই ত জানি নিশ্চয়,
পাব পুনঃ প্রাণপতি, শ্রীমধুসূদন!
দেখো, নাথ! কথা যেন না হয় লঙ্ঘন।

রামচন্দ্র। (লজ্জিত হইয়া।)

সত্য মম বাক্য-ফল, আয়তে কাটা'বে কাল,
জ্বলিবেক রাবণের চিতা চিরকাল।
দুঃখ না ভাবিও মনে, নিজ পুরে, সুলোচনে,
যাও চলি, রাজেন্দ্রানি! ভেবো পরকাল।

(বিভীষণের প্রতি।)

অগ্রজের প্রেত-কার্য্য করি সমাপন।
শীঘ্র এস, মিত্রবর! আছে প্রয়োজন।

(রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের প্রস্থান।)

বিভীষণ।

সূত্রধর-আজ্ঞা-ক্রমে, এসে ভব-রঙ্গ-ভূমে,
করিলে হে তুমি, তাতঃ! নানা অভিনয়!
ক্রীড়া সাঙ্গ হয় যেই, যবনিকা পড়ে সেই,
অপরে কহিবে তব যাহা পরিচয়।

ভাল মন্দ যা' ঘটিবে, সংসারে তাহা রটিবে,
নায়কে ভুলিবে, রবে স্নুধু কার্য্য তার।
এসেছ অনন্ত হ'তে, মিশগে অনন্ত-স্রোতে,
সৃষ্টি-কাল হতে এই আছে ব্যবহার।
চলিনু এখন করি শেষ নমস্কার।

[সপ্তকাষ্ঠিকি প্রদান ও সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

(রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান,
অঙ্গদ, বানর কটক দণ্ডায়মান, ও
পরস্পর আলিঙ্গন।)

রামচন্দ্র। (লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া।)

ত্যজি' সুখোল্লাস, ভোগ অভিলাষ,
অভাগার তরে ছাড়িলি আবাস।
ব্রহ্মচর্য্য নিলি, বনেতে ফিরিলি,
বধি' মেঘনাদে সুখ্যাতি কিনিলি।

শক্তিশেল স'লি, সীতা উদ্ধারিলি,
এ ধার রে তোর কিসে শুধি আর ;—
জন্ম জন্মান্তরে, জননি-জঠরে,
পিছে জনমিয়ে শুধিব রে ধার।

লক্ষ্মণ। অনুগত অনুজে হে মনে রেখ, নাথ!
এই ভিক্ষা তব পদে শুন, সীতানাথ।

রামচন্দ্র। (সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া।)
রাজেন্দ্র! রাঘবে তুমি কিনিয়া রাখিলে,
ভুবন-বিজয়ী আমি তব বাহুবলে!
সীতার সন্ধান হ'ল তোমার দয়াতে,
সিন্ধুরে বাঁধিনু, মিত্র, তব সহায়েতে।
যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে পূর্ণ তা এখন,
তব কৃপাবলে হ'ল রাবণ নিধন।

(সকলের প্রতি।)

দাক্ষিণাত্য বীরগণ! এস করি আলিঙ্গন,
যুঝিলে সকলে মিলে করি প্রাণপণ।
চির তরে এই কীর্ত্তি হইবে কীর্ত্তন।

(অঙ্গদের প্রতি।)

অঙ্গদ সু-যুবরাজ! মনে কি উদিল আজ,
বল, বল, প্রকাশিয়ে মোর সন্নিধানে।
পালিব তোমার কথা সবা বিদ্যমানে।

অঙ্গদ। পিতারে বধিল যেই, তাহারে বধিতে পাই,
এই বর দেহ দয়াময়,

রামচন্দ্র। দ্বাপর যুগের শেষে, জনমি ব্যাধের বেশে,
মারিবে তাহারে তুমি কহি সুনিশ্চয়।

(হনুমানের প্রতি।)

কি জাগে তোমার মনে কহ রে পাবনি!
তব মনোসাধ, বৎস! পুরাব এখনি।

হনুমান। নাগপাশে যবে, নাথ! ছিলে অচেতন,
গরুড় আসিয়া তোমা করিল মোচন।
পক্ষিবরে প্রসাদিলে, ধনুঃশর ফেলে দিলে,
চূড়া ধড়া পরি করে মুরলি ধারণ ;—
মম মনে এই দুঃখ জাগে অনুক্ষণ।
যেন কৃষ্ণ-অবতারে, শিখাতে পারি পাখীরে,
হেরিব সম্মুখে তার এরূপ তখন ;

রামচন্দ্র। তথাস্তু, করিব আমি সেরূপ ধারণ।

(সকলের প্রতি।)

যাও, ওহে বীরগণ! শীঘ্র কর আয়োজন,
বিভীষণে দিব আজ্ লঙ্কা-সিংহাসন।
অভিষেক কর তারে প্রাণের লক্ষ্মণ।
পশ্চাতে হইবে তবে সীতা সম্ভাষণ।
সঙ্গে যাও, হনুমান, আদি বীর অগণন,
দেও হে ঘোষণা-পত্র প্রতি ঘরে ঘরে,
জানাওগে এবারতা সব নিশাচরে।

লক্ষ্মণ। শিরোধার্য্য আর্য্য-আজ্ঞা, আসি মোরা তবে।

(প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০:০—

লঙ্কার রাজ-পথ।

(নেপথ্যে গীত।)

মালকোষ—ঝাঁপতাল।

গাও রে ভুবন-বাসী গাও রাম-জয়।
যাঁহার প্রতাপে হ'ল রক্ষঃকুল-ক্ষয়।
ইন্দ্র আদি দেবগণে, ভয়ে সেবে দশাননে,
যাঁর শরাঘাতে পড়ে সে রক্ষঃ দুর্জ্জয়।
দেবগণ-শঙ্কা গেল, ত্রিভুবন শান্ত হ'ল,
রাম বামে বসাইব আজি হে সীতায় ;—
হেরিয়া পুলকে পূর্ণ হইবে হৃদয়।

(দূরে মন্দোদরীর প্রবেশ।)

মন্দোদরী। কিসের এ কোলাহল, আনন্দ-উৎসব ?—
কে করে ?— কাহার তরে এ আঁধার পুরে ?
রমণি-নয়ন-নীরে শোকে লঙ্কা ভাসে,
কার্ তরে হ'ল আজ আনন্দ-উদয় ?
ওকি ? বানর-মণ্ডলী করে কোলাকুলি !
হতে পারে ! গতজীব-রক্ষঃকুল-মণি,
তাই সে আনন্দ মনে বানর কটক,

নেচে কুঁদে বেড়া'তেছে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
একত্রে মিলিয়া আজ রাক্ষস বানরে
গাইছে রামের জয়? অশনি-সমান
বাজিল পাষাণি-হৃদে এ ঘোর আরাব!
ঘন জলদ-বরণ রক্ষঃবীর চমূ,
আসিছে আঁধারি আজ লঙ্কা-রাজপথ!
কেবা ও রমনি-মণি চতুর্দ্দোলোপরে?—
স্থিরা সৌদামিনী যেন জলদের শিরে?
ওঃ! বুঝেছি! ভ্রম মোর এবে দূর হ'ল!
মৈথিলী চলি'ছে আজ রাম-দরশনে!
লক্ষ্মী যায় নারায়ণে মিলন কারণে,
পাপ-হৃদে শোক-সিন্ধু কেন উথলিল?
সম্বরিতে নারি আর খর-শোকাবেগ!

(চতুর্দ্দোলস্থা জানকীর নিকট
গমন করিয়া)

মন্দোদরী। রে কাল-সাপিনী সীতে, জনক-নন্দিনি!
ছার খার করি মোর স্বর্ণ লঙ্কাপুরী,
চলিছ কোথায় এবে প্রফুল্ল অন্তরে?
না পূরিবে মনো-আশা!—পড়িবে রামের
তুমি বিষ-দৃষ্টে সতি! যদি সতী হই,
পতি প্রতি থাকে ভক্তি মম তবে—তবে
অবশ্য ফলিবে বাক্য, না হ'বে অন্যথা!——

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—***—

শিবির।

(রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব আসীন, জাম্বুবান
জোড় করে দণ্ডায়মান, নেপথ্যে বাদ্য
ও কোলাহল এবং গীত।)

সুগ্রীব। ক্ষণ তরে অবসর দেহ, দয়াময়,
অগ্রসরি নিবারি হে সৈন্য কোলাহল।
হের দূরে হুড়াহুড়ি সীতারে হেরিতে,
পুনঃ বা বিবাদ বাধে রাক্ষস বানরে।

(প্রণাম করিয়া প্রস্থান।)

রামচন্দ্র। ত্বরা যাও, ঋক্ষরাজ! বিভীষণ-পাশে,
কহ, যেন নাহি পীড়ে কটক-মণ্ডলে।
নানা ক্লেশ সহে যার উদ্ধার-কারণ,
হেরিতে বাসনা তারে করে সকলেতে।
উন্মোচন করিদাও দোলার কাণ্ডার,
হেরুক পূরাণ ভরি জনক-কুমারী।
সতী যে যতনে রাখে আপনার মান,
অপমান না ভাবে সে সন্তানে হেরিলে।

(প্রণাম করিয়া জাম্বুবানের প্রস্থান।)

প্রথম কপি। (নেপথ্যে।)

ওরে দেখিছি, দেখিছি ওরে! দেখিছি এবার,

সোণার পুঁতুল্ দোলায় বসে অতি চমৎকার!

সাজিয়েছে বেস্, দেখ্‌তে ভাল,

রূপের ছটায় দোলা আলো।

দ্বিতীয় কপি। (নেপথ্যে।)

যদি ও ভাই জ্যান্ত হ'ত, তা হ'লে কেউ কি দেখ্‌তে পেত?

রাজা রাজড়ায় লুপে নিত।

তৃতীয় কপি। (নেপথ্যে।)

ওরে! ওটা যে নড়েচড়ে, হাত পা নাড়ে,

তবে কি কলের কার্‌খানা?

চতুর্থ কপি। (নেপথ্যে।)

সাধে তোদের বাঁদর্ বলে, তোরা এম্‌নি রে কাণা,

আস্‌ছেন স্বয়ং লক্ষ্মী মা জানকী, চক্ষে দেখেও দেখনা?

তৃতীয় কপি। (নেপথ্যে।)

অ্যাঁ! এই ইনিই কি সেই মা জানকী?—

যাঁর রূপের নাইক তুলনা?

মায়ের বরণ, গড়ণ, সকল ভাল,

বিধি কেন ল্যাজটী দিলে না?

পঞ্চম কপি। (নেপথ্যে।)

থাম্‌তি ভাই ওই একটু খানি,

বিধাতার নাই বিবেচনা।

ল্যাজ্ থাকলে, মোদের তারা রাণী,

ও র্ কাছে বস্‌তে পেতনা।

চতুর্থ কপি। (নেপথ্যে।)

বলি সিতু খুড়ো!

এমন সময় তোমার আবার, কিসের ভাবনা?

ষষ্ঠ কপি। (নেপথ্যে।)

আমি ভাবছি তাই,——

বলি সীতায় নিলে, দয়াল্ রামের যশটী রবে না।

লোকে বল্‌বে———

অমন মেয়ে, একলা পেয়ে,

রাখ্‌লে রাবণ জেঁকো।

রূপ্ দেখে রাম ভুলে গেল, সকল দোষ ঢেকে নিল,

অনাসেতে হয়ে পড়্‌ল, একেবারে ভেকো।

রামচন্দ্র। বানরে কি বলে তাহা শুনিলে, লক্ষ্মণ?

সীতায় আমার আর নাহি প্রয়োজন।

রঘু-কুল-বধূ হরেছিল নিশাচরে,

মান-রক্ষা হেতু আমি বধিনু তাহারে।

আর কি, সীতার হ'ল উদ্ধার এখন,

সবা-বিদ্যমানে তারে করিব বর্জ্জন।

মূঢ় সে, সুখের আশে হয় নারী-বশ,

নারিব সীতায় রাখি নিতে অপযশঃ।

লক্ষ্মণ। বর্ব্বর বানরে কোথা কি বলে কাহারে,

তাই শুনে, সীতানাথ! ত্যজিবে সীতারে?

যে বানর পাপ-মুখে এ কথা উচ্চারে,

শব্দভেদী বাণে আজ্ বধিব তাহারে।

(সীতা, বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্বুবান ও বানরগণের প্রবেশ।)

সীতা। (পদধারণ পূর্ব্বক।)

প্রাণনাথ! দীননাথ! হৃদয়ের মণি!
নমে তোমা দাসী তব রাখ, রঘুমণি।
পদ-প্রান্তে পড়ে আজ জনম-দুঃখিনী,
পরশি উদ্ধার, নাথ! তুমি স্পর্শ মণি।

রামচন্দ্র। (সীতার মুখপানে চাহিয়া অধোবদন।)

কি কাজ প্রণমি মোরে, সুচারু-হাসিনি!
বৃথা কর বর-বপুঃ ধূলি-ধূষরিত!
নবনি-লাঞ্ছিত তনু বুঝি কলঙ্কিত,
আবরিছ তাই, ধনি, নানা অলঙ্কারে;
মাটির প্রতিমা যথা সাজাইয়া লোকে,
বাড়ায় মূঢ়ের হৃদে ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রীতি।
বাড়ায়ে কামের রুচি, মোহিনী বেশেতে,
কেন এলে আজ, সীতে! ভিখারি ছলিতে
চঞ্চল নয়নে কেন হান ফুল-শর
ঘন ঘন মম হৃদে?—বৃথা এ প্রয়াস?
কঠিন পাষাণ-সম তাপস-হৃদয়,
কাম-খর-শর তাহে না পশিবে কভু।
অপরে বাঁধিতে পার কামের নিগড়ে,
পর-অঙ্ক-লক্ষ্মী নারী রাম না পরশে।

সীতা। ক্ষম অপরাধ মম, রাজীবলোচন,

সরমার অনুরোধে দাসী দোষী তব পদে,
এখনি এ অলঙ্কার করি উন্মোচন,
বসন ভূষণে মোর কিবা প্রয়োজন ?
মিছা এই অলঙ্কার, কেন তবে পরি আর,
বিরাজ হৃদয়ে সদা, হে নীলরতন,
তনু স্নিগ্ধ র'বে, হ'বে স্থির তবে মন।

রামচন্দ্র। বসন ভূষণে সাজান পুতুলে,
শ্রীহীন করিলে, লোকে মন্দ বলে ?
করিব না আমি, কভু হেন কাজ,
যাতে সমাজেতে, পেতে হ'বে লাজ।
স্বর্ণ-মৃগে হেরে, কহিলে আমারে,
সযতন করে, ধরিতে তাহারে ?
তোমার বাসনা, পুরাবার তরে,
বিবেচনা ছেড়ে, প্রফুল্ল অন্তরে,
দূর বনে গেনু, দৈব বিড়ম্বনে,
এত কষ্ট পেনু, সেই সে কারণে।
কুবচন বলে, ভৎসিলে লক্ষ্মণে,
ছাড়ি গেল ভাই, সেই অভিমানে।
গণ্ডি দিল, তবু কুটির দুয়ারে
গর্ব্বে লঙ্ঘি' যাও, অতিথী সৎকারে।
হরিল তোমারে পাপ নিশাচরে,
কেমনে লো পুনঃ, লব তোমা ঘরে ?
যাও সীতা, এবে, যথা যায় মন,
নিবারণ আমি না করি কখন।

দক্ষিণেতে ঘর, বালি সহোদর,
সুগ্রীব নামেতে, এই কপীশ্বর।
থাকে মনে সাধ, যাও ওর সনে,
কিম্বা, বরাননে, বর বিভীষণে।
ইচ্ছা হয় মনে, ভজ ভরতেরে,
ত্বরা যাও চলি, অযোধ্যা নগরে।
স্বাধীনা লো তুমি, এ নব যৌবনে,
বিতর লো প্রেম, মনোমত জনে।
করুণ নয়নে, চাবে যার পানে,
সেই ভাগ্যবান্, এ তিন ভুবনে।
রাম মম নাম, জন্ম রঘুকুলে,
অপ-কীর্ত্তি রবে, তোমারে রাখিলে!—
কি আশ্চর্য্য! তুমি এখন এখানে?
কাঁদ কার তরে, বল, চন্দ্রাননে?
যথা ইচ্ছা যাও, আপনার সুখে,
না দাঁড়াও আর, আমার সম্মুখে।

সীতা। (কাঁদিয়া।)

বজ্র-সম বাক্য-বাণে ভাঙ্গিল হৃদয়,
ভুবন আঁধার হেরি—ধর দয়াময়।

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

সকলে। একি হল, একি হল!
জানকী যে মূর্চ্ছা গেল!
ধর এবে ধর ধর, ঠাকুর লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। (ব্যস্ততার সহিত।)

অ্যাঁ!—একি!!——

হারায়ে চেতনা আজ জীবন্ত প্রতিমা,

ক্ষত্রকুলরাজলক্ষ্মী পড়ি ধরাসনে!

ঘোর আড়ম্বরে, হায়, বিষাদের ঘন,

ঢাকিল, মরিরে, এবে শ্রীমুখ-চন্দ্রমা!

তমাল-বিচ্যুত হয়ে মাধবী লতিকা,

ছিন্ন-মূলা, শুকাইছে, ধূল্যবলুণ্ঠনে!

উঠ মা, জানকি! উঠ, উঠ ভগবতি!

আর না সহিতে পারি এ দুঃখ তোমার।

রামচন্দ্র। সীতারে পরশি ভাই নাহি প্রয়োজন,

আপনি উঠিবে পুনঃ পাইলে চেতন।

সীতা। (মূর্চ্ছা ভঙ্গে ধীরে উঠিয়া।)

হা বিধি! এই কি ছিল আমার কপালে!

কেন তবে অভাগীরে আগে না নাশিলে?

প্রথমে দেখায়ে সুখ, শেষে দিবে এত দুঃখ,

একথা জানিত যদি সীতা বাল্যকালে,

ত্যজিত এ পাপ প্রাণ তবে কোন্ কালে।

রাম হেন স্বামী মোরে করিল বর্জ্জন,

ধিক রে জীবনে আর বাঁচি কি কারণ!

জন্ম মোর ঋষি-অংশে, পড়িলাম সূর্য্যবংশে,

কোনো অংশে ন্যূন নয় এই দুই কুল,

কেন তবে কাঁদি মিছে হই রে আকুল!

বিষ্ণু অবতার তুমি অগতির গতি,
অগোচর নাহি তোমা আমার প্রকৃতি।
তবে সবা বিদ্যমান, কেন কর অপমান,
ভগবান্? আগে ত না ছিল হেন রীতি;—
হীন সহবাসে বুঝি হল হীন-মতি?
ইতর নারীর মত সম্ভাষ আমারে?
বারনারী নহি আমি—দিবে অন্য পরে?
যদি তুমি বিশ্বরূপ, এবে হলে হে বিরূপ,
কিরূপে থাকিবে দাসী সংসার ভিতরে?—
দুঃখিনী বিদায় মাগে এ জনম তরে।
দেবর লক্ষ্মণ! তুমি পুত্রের সমান,
কেমনে সহিছ, বৎস, মম অপমান?
শীঘ্র আনি কাষ্ঠ ভার, চিতা জালো সারোদ্ধার,
অভাগী সীতার তবে বাড়িবে হে মান,
নাশ এ কলঙ্ক মোর তুমি মতি মান।

লক্ষ্মণ। হায়, ঠাকুরাণি! ধরি তোমা তরে, দেবি!
এই ভুজযুগে আমি শর শরাসন,
দুর্ম্মদ কর্ব্বূর সহ যুঝিনু আহবে,
সেই হাতে পুনঃ কিগো করিব নির্ম্মাণ,
অগ্নিকুণ্ড তব তরে বিধি বিড়ম্বনে?
কষ্ট শ্রেষ্ঠে সিন্ধু মথি লভিয়া রতন,
পুনঃ কি ফেলিব তায় অগাধ সলিলে?

রামচন্দ্র। আক্ষেপের বিলাপের নাহি প্রয়োজন
অচিরে করহ বৎস, চিতা আয়োজন।

লক্ষ্মণ। (কাষ্ঠভার আনয়ন ও চিতা
প্রজ্জ্বলিত করিয়া
কর-যোড়ে।)

হে বিভাবসু! প্রত্যক্ষ দেবতা জগতে
তুমি দেব, সাক্ষি-রূপে অবস্থান কর
চরাচরে। নমে দাস তব পদাম্বুজে,
পুরাও মনের আশা মোর, বৈশ্বানর!
নাচিকেতু! ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজিত নাথ,
তুমি এ বিশ্ব সংসারে; স্বাহার সহায়ে
সৃষ্টি রক্ষা কর সদা, প্রভু জাতবেদঃ!
হে হব্যবাহন! তব মুখে দেবগণ,
ভুঞ্জে যজ্ঞ-ভাগ; তব তেজে তেজীয়ান
সবে; তুমি না থাকিলে অমর-নিকর
ক্ষীণ বল, না পরিত অসুরে নাশিতে।
বিশ্বলয় নাহি হয় তোমার কৃপায়।
সর্ব্বভুক! দেখো নাথ, পড়েছি আমরা
আজ বিষম সঙ্কটে, সামঞ্জস্য করো
এই নিবেদন পদে। সতী মা জানকী
প্রবেশে অনলে আজ লোক অপবাদে,
না স্পর্শে সে পূত দেহে বিশ্ব-দাহী শিখা
তব; সতী তেজে হও হিম-স্পর্শ তুমি
আজ পবিত্র পাবন! শুচি কর তাঁয়
পরশি তোমার করে, সর্ব্ব-শুচি দেব!

সীতা। চরণে মাগে মেলানি দাসী শ্রীনিবাস !
দেখো, নাথ! রেখো, এবে অন্তিমে ঠেলনা।
যদি তব প্রতি থাকে মতি, মনে, জ্ঞানে,
শয়নে, স্বপনে, ভ্রমে অথবা রহস্যে,
অপর পুরুষে আমি কুভাবে না ভেবে
থাকি, কিম্বা ক্রীড়াচ্ছলে, প্রভু! বাল্যকালে
কভু, না স্পর্শিয়া থাকি পুরুষ বালক,
না স্পর্শিবে সর্ব্ব-ভুক-তেজঃ মোর দেহে।

(অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া।)

বৈশ্বানর! নরের হে পাপ পুণ্য সদা
অবগত তুমি নাথ! যদি সতী হই,
রাম প্রতি থাকে মোর একান্ত ভকতি,
অব্যাহতি পাই যেন আজি তোমা হ'তে।

(অগ্নি-প্রবেশ ও বানরগণের
ঘৃতাহুতি প্রদান।)

সকলে।
হায়! হায়! একি হল! মা জানকী কোথা গেল,
দাব-দগ্ধ হ'ল কিহে সোণার হরিণী?

লক্ষ্মণ।
অকৃতি সন্তানে ফেলে, জননী গো কোথা গেলে,
এত দুঃখ তব ভালে, স্বপনে না জানি।

রামচন্দ্র। (শূন্য মনে।)

একি রে লক্ষ্মণ! কেন হেরি অলক্ষণ,
কে করে রে হাহাকার এ শিবির মাঝে?
অমঙ্গল কে গাইছে মঙ্গলের দিনে?
কাঁদিছে কি রক্ষঃসেনা রাবণের শোকে?
আজ মম সুপ্রভাত, হারায়ে যে ধনে
বনে বনে কাঁদিয়াছি কত, পাব তারে;
মৈথিলী আসিছে আজ ভেটিতে আমারে।
হৃদয় পূরিল মম আনন্দ সলিলে;
তোমা বিনা এ বারতা আর কারে কব?
একি, একি! দর দর বারি ধারা কেন
বহিছে প্রবাহে, মরি, তোর নয়নেতে?
কি দুঃখ হ'ল অন্তরে, কহরে বাছনি।

লক্ষ্মণ। (অশ্রুজল নিবারণ করিতে করিতে।)

বিভ্রান্ত হলে কি প্রভু! তুমি এ সময়?
জাননা কি, দেব! তব অনুমতি ক্রমে
জ্বালিলাম অগ্নিকুণ্ড; পশি যাহে, হায়!
সুবর্ণ-প্রতিমা সীতা হল ভস্ম-রাশি।

রামচন্দ্র। নির্ঘাত অশনি সম কঠোর বচনে
ভাঙ্গিলি হৃদয় মোর—আঁধার ভুবন!
ধর ধর ধরণী না ধরে ভার মম।

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

সকলে। একি সর্ব্বনাশ হ'ল, একি সর্ব্বনাশ!
সীতা বিনা জীবনান্ত হয় শ্রীনিবাস।

লক্ষ্মণ। ধমনী নিমগ্না, স্থির চক্ষের নিমেষ,
শ্বাস নাহি বহে, হায়! কি হবে সুষেণ?

সুষেণ। ভয় নাই, হে রাঘব! মনের আবেগে
প্রভু আছেন মূর্চ্ছিত; আরোগ্য হবেন
উঠি করিলে রোদন। ধৈর্য্যধর হৃদে,
কর শুশ্রূষা রামের, হবে মোহ দূর।

[সকলের সরোদনে শুশ্রূষা; পুষ্পমাল্য
লইয়া হনুমানের প্রবেশ।]

হনুমান। (স্বগত।)
পূর্ণ মনোরথ মোর—সফল আয়াস,
হেরিব রমারে আজি রমেশের বামে;
পূজিব মনের সাধে যুগল মূরতি—
ফুল্ল ফুলে সাজাইব দোঁহে—কিন্তু একি!
বিষাদের ঘোর ঘন, আবরি শিবির কেন?
গভীর রোদনারাব কেন সৈন্য মাঝে?
অশনি আঘাত সম মোর হৃদে বাজে!
জলদ গম্ভীর নাদ, বীরগণ-আর্ত্তনাদ,
সঙ্কট ভেরির নাদ শত শত বাজে?
কেন রে বানর চমূ বিষাদের সাজে?
লঙ্কাপুরী মায়াময়, শঙ্কা নাহি দূর হয়,
বুঝি বা নূতন শত্রু হইল উদয়,
নাহি বলে কেন কেহ এবে রাম জয়?

একি হেরি অলক্ষণ, ভূমিতে কাঁদে লক্ষ্মণ,
সুগ্রীব, অঙ্গদ আর রক্ষ বিভীষণ,
সবে মিলি নীরবেতে করিছে ক্রন্দন!
কই মা জানকী কই, রঘুবীর কই কই?
কেন না হেরি দোঁহারে এ আনন্দ দিনে?—
শূন্যময় সব হেরি সীতা রাম বিনে।

(সুগ্রীবের প্রতি।)

মহারাজ!—
নীরবে তোমরা কেন করিছ রোদন?
প্রাঙ্গনে সতেজে কেন জ্বলে হুতাশন?
বল বল শীঘ্র বল, অমঙ্গল কি ঘটিল,
কোথা মা জানকী, কোথা কমললোচন?
উভয়ে না হেরি, হেরি আঁধার ভুবন!

সুগ্রীব। বলিব কি বীরমণি না সরে বচন,
হরিষে বিষাদ ঘটে দৈবের লিখন।

অঙ্গদ। কঠোর অসতী বাণী, উচ্চারিলা রঘুমণি,
মনোদুঃখে সেই শোকে জনক-নন্দিনী,
অগ্নিকুণ্ডে পশি আজ ত্যজিলা পরাণী।

হনুমান। বুঝিছি, বুঝেছি আমি, বুঝেছি এখন,
চাহি না শুনিতে আর এ পাপ বচন।
কোথা পত্নীঘাতী রাম? বুঝি তারে বিধি বাম,
হেন অপকীর্ত্তি তাই রাখিল সংসারে,
না ল'বে পাতকি-নাম কেহ চরাচরে।

দশাননে বধি তা'র, হ'ল বুঝি অহঙ্কার,

ধর্ম্মাধর্ম্ম তাই মূঢ় গর্ব্বে নাহি মানে,

এড়ান নাহিক তার মারুতির স্থানে।

জানি হে তা'রে দয়াল, পূজিলাম এতকাল,

চণ্ডালের মিতা, সে যে নিজেই চণ্ডাল,

এখন জানিনু, যবে গেল পরকাল।

রামে ছাড়ি পরমাত্মা, রাবণের প্রেত-আত্মা,

মৃত-নর-দেহ বুঝি হ'ল অধিষ্ঠান,

বধিল সীতারে তাই করি অপমান।

যুবরাজ! সত্য বল, চণ্ডাল কোথা লুকাল,

শান্তিব হৃদয় জ্বালা বধিয়া তাহারে,

স্নান করি রাম-রক্তে তৃপ্ত হইব রে।

নখে চিরি পাপ বক্ষ, সূক্ষ্মরূপে করি লক্ষ,

বিধাতা কোথায় রাখে কাপট্য-কপাট্,

আবরিল, হায়, যাহে মোর ধর্ম্ম বাট্।

স্ত্রীঘাতী গুরুরে যদি, স্বহস্তে এখনি বধি,

পাপ না স্পর্শিবে মোরে সে গুরু-ঘাতনে,

পুণ্য-অভ্যুদয় হ'বে পাতকি-নিধনে।

জাম্বুবান।

অজ্ঞান হ'লে কি তুমি আজি, হে পাবনি?

রামে ত্বাই বলিতেছ হেন মন্দ বাণী!

পরম পুরুষ রাম, সীতা প্রকৃতি প্রধান

লোক শিক্ষা তরে সতী পশিলা অনলে,

মূর্চ্ছাগত রাম দেখ পড়ি ভূমি তলে।

হনুমান। (ক্রন্দন করিতে করিতে।)

অ্যাঁ! অ্যাঁ! হায়! কি বলিলে, রাম মূর্চ্ছাগত?
ধরাসনে পড়ি প্রভু চৈতন্য রহিত?
কেন আমি মাটি খেয়ে, আগুপাছু না দেখিয়ে,
রমানাথে নিন্দা করি অপরাধী হ'নু,
অকারণে ভাগ্যদোষে কলঙ্ক কিনিনু!

(রামের চরণ ধরিয়া।)

তব পদে ভগবান্, এখনি ত্যজিব প্রাণ,
নতুবা, অন্তর য়ামি, উঠহ এখন,
অগ্নিকুণ্ড হ'তে মায়ে কর আনয়ন।

রামচন্দ্র। (চৈতন্য প্রাপ্তে।)

ঢালি কেরে সুধা ধারা মোর কর্ণমূলে,
বাঁচাইলি মৃ'ত রামে পুনঃ এ সংসারে?

[উত্থান।]

আনি দিতে পারে কেহ জনক-নন্দিনী?
যা চাবে, তাহারে আমি দিব রে এখনি।
সাধ্বী পতিব্রতা নারী জনক কুমারী,
তাহারে লইব ঘরে কে নিবারে মোরে?
নিষ্কলঙ্ক শশিমুখী লাজে লুকাইল,
দূরগত মোহ তাই পুনঃ দিল দেখা,
বিমল জ্যোতিতে মোর হৃদয় উজলি!

অনল উগরি, হায়! বৃথা ধূম-রাশি,
প্রয়াস পাইছে হের ঢাকিতে বিজলি।
চল রে লক্ষ্মণ ভাই, চল সর্ব্ব জন,
দেখিব অনল-বল জুড়ি শরাসন।

(অগ্নির নিকট গমন।)

ছন্ন-মতি সর্ব্বভুক! বল কোন্ বলে,
প্রাণের পুতলি মোর জানকী হরিলে?
ভাল চাও শীঘ্র দাও মৈথিলী সতীরে,
নতুবা ডুবাব তোমা পারাবার নীরে।

(সীতাকে লইয়া অগ্নির উত্থান।)

অগ্নি। সাক্ষিরূপে সর্ব্ব স্থানে আছি বর্ত্তমান,
আমার অগ্রেতে কিছু না থাকে গোপন।
বিশ্ব তব যশে পূরে, মৈথিলি-রঞ্জন,
সাধ্বী পতিব্রতা সীতা করহ গ্রহণ।

[রামের হস্তে সমর্পণ।]

সার্থক জনম মোর সফল জীবন,
সীতা পূত-দেহ আমি করিনু স্পর্শন।
রামচন্দ্র। (অগ্নিকে প্রণাম করিয়া।)
তোমা হতে রক্ষা হ'ল মোর কুল মান,
চির কৃতজ্ঞতা পাশে রহিনু বন্ধন।

[রাম সীতার মিলন এবং আকাশ
হইতে পুষ্পবৃষ্টি।]

গীত।

ভৈরোঁ—চৌতাল।

জয় জয় জগদীশ্বর, জগজনগণ বন্দনম্।
পূর্ণব্রহ্ম লোক পাল।
স্রষ্টা পাতা, মোক্ষদাতা,
শুভাশুভ আদি ফল দাতা,
বিশ্বাধার বিশ্বম্ভর, বিশ্বভার হরণম্।
জন্ম জন্ম পুণ্য ফলে, হেরি তোমা ভূমণ্ডলে
অন্তিমে ভুল'না দিতে চরণং ভবতারণম্॥

সম্পূর্ণ।